শ্রীশ্রীহরি জয়তি।

কুলপীযূষ প্রবাহঃ

নামক গ্রন্থঃ
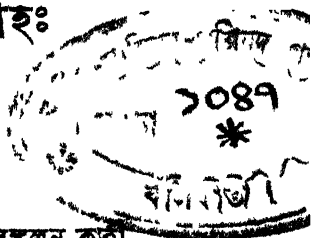
প্রায় সংস্কৃতানুযায়ি ভাষায় সঙ্কলন কর্ত্তা
শ্রীমদ্গোলোকচন্দ্র চতুর্ধুরী

প্রকাশক শ্রীশ্রীহরি মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা নগরীয় ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।
শকাব্দাঃ ১৭৭৬। ১২৬১ সন। ইং ১৮৫৩।

মঙ্গলাচরণ

যথা

গণেশঞ্চৈব সূর্য্যঞ্চ রুদ্রং বিষ্ণুং তথাম্বিকাং।

অর্থাৎ

এতৎ পঞ্চে প্রণাম পুরঃসর পুস্তকারম্ভে প্রবৃত্ত
হইলাম ইতি।

ভূমিকা।

এতদ্গ্রন্থ সঙ্কলন করণের তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর এতজ্জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের জীবাদি সৃষ্টি করণানন্তর পর্য্যায়ক্রমে শ্বেত বর্ণ অর্থাৎ নিষ্পাপ বিপ্রবর্ণ ও পীতবর্ণ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়বর্ণ ও রক্তবর্ণ অর্থাৎ বৈশ্যবর্ণ ও নীলবর্ণ অর্থাৎ পাপজ শূদ্র বর্ণ এতচ্চতুর্ব্বর্ণে জাতি রূপ রত্ন সর্জন করিলেন যদ্দ্বারা পৃথক্২ রূপে এতদসীম ব্রহ্মাণ্ডের বেদ বিহিত কর্ম্মকাণ্ড নির্ব্বাহ হইতে লাগিল কিন্তু বহু দিনান্তে ঐ ভয়ানক নীলবর্ণ শূদ্রাপবাদ সাগরে কায়স্থ ক্ষত্রিয় পীতবর্ণ রত্ন নিমগ্ন প্রায় হইলেও ঐ রত্নের কতক গুলিন সৎকর্ম্ম কাণ্ড স্বরূপ প্রভা প্রদর্শনে যদ্রূপ শ্রীশ্রীমন্নারায়ণ বরাহ রূপ ধারণ করত প্রসন্নমতি হইয়া জলমগ্না বসুমতীকে উদ্ধার করেন তদ্রূপ মহা মহোপাধ্যায় নব রত্নৈক রত্নোপম শ্রীমন্নবকুমার বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য তথা সুর গুরু সিদ্ধান্ত শ্রীমদ্রামদাস তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি মহাশয় চয়ের সহায়তায় আন্দুলাদ্যধিপতি শ্রীমন্মহারাজ রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর মহাশয় ঐ কায়স্থ ক্ষত্রিয় পীতবর্ণ অমূল্য বসু উদ্ধার প্রয়াসে মনু পুরাণাদি বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত সূত্রে নিবন্ধন করণ পুরঃসর প্রথমতঃ সংস্কৃত ব্যবস্থা রূপ তটে উত্তোলন করিলেন তদ্দর্শনে কায়স্থ মহাশয়গণ স্বীয় স্বীয়াংশ প্রাপণা শয়ে ব্যগ্র হইলেন কিন্তু সম্যক্ সংস্কৃত বিদ্যা চক্ষু বিহীনতা

জন্য অতি সূক্ষ্ম মন্বাদি বেদান্ত সূত্র দর্শনাক্ষম হইয়া উক্ত কায়স্থ মহাশয় চয় কাতর হইলেন তদবলোকনে এতৎ সমাজাগ্রগণ্য আন্দুলাদি ভূম্যধিকারি দত্ত চৌধুরী বংশজ শ্রীমদ্গোলোকচন্দ্র চতুর্ধুরী মহাশয় উক্ত সূত্রাদির তাৎপর্য্য মূলাকর্ষণে ভাষা করত সর্ব্ব জন গণ হৃদয় মন্দিরে আনয়ন করণ কারণ কায়স্থ কুলকর কমলে প্রদান করিতেছেন, দয়া বিস্তার পূর্ব্বক গ্রহণ করত স্বস্ব মন্দিরস্থ করিয়া জাতি রূপ নিধি প্রাপ্তে গুণনিধি হউন ইতি।

ক্ষমাপ্রার্থনা।

যদিস্যাৎ এতদ্গ্রন্থের দোষ মার্জ্জনার্থে ততোধিক প্রার্থনা করণোচিত বটে কিন্তু পূর্ব্বতন সুবিজ্ঞ সাধু সদাশয় মহাশয় চয় স্বস্ব রচিত গ্রন্থে স্বীয় স্বীয় ভ্রম সংশোধনার্থে সুধীবরগণ সমীপে যাদৃশ প্রার্থনা করিয়াছেন কি জানি তাদৃশ প্রার্থনা করিলে পাছে হাস্যাস্পদ হই, যথা ময়ূর খঞ্জনাদি পক্ষির নৃত্য দর্শনে প্লব অর্থাৎ ছাতারিয়া পক্ষির নৃত্যবৎ হয় এতদা শঙ্কাসত্ত্বেও নমস্কার পুরঃসর বুধগণ সবিধে বারম্বার মৎ কর্তৃক প্রার্থনীয় (যথা)

তস্মাৎ সারং বিজানীয়াৎ

হংসঃ ক্ষীর মিবাম্ভসঃ ॥

কুলপীযূষ প্রবাহ।

কঃ প্রজাপতিরাখ্যাত আয়ো বাহু স্তথৈবচ।
তত্রস্থ স্তৎসমুদ্ভূতঃ কায়স্থ ইতি কীর্ত্তিতঃ ॥

অর্থাৎ। কা য় স্থ।
(ক) শব্দে প্রজাপতি অর্থাৎ ব্রহ্মা,
(আয়) শব্দে বাহু, (স্থ) শব্দে জ
নিত অর্থাৎ ব্রহ্মার বাহু হইতে জনিত
তন্নাম কায়স্থ

ইত্যর্থে বাহুজ ও কায়স্থ যখন এক পর্য্যায়ই দর্শন হই তেছে তখন কায়স্থ মহাশয়গণ ক্ষত্রিয় বর্ণই মন্যমান হইতে ছেন ইতি। পরাশরীয় কুলার্ণবেপি ১।

দ্বিতীয়, ঝল্লোমল্লশ্চ রাজন্যাদ্ব্রাত্যা ন্নিচ্ছিবিরেব চ। নটশ্চ করণশ্চৈব খশ্চদ্রবিড় এবচ। এতদ্বচনোক্ত সবর্ণাস্বিত্যনুবৃত্ত্যা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়াৎ সবর্ণায়াং ঝল্ল মল্ল নিচ্ছিবি নট করণ খশ দ্রবিড়াখ্যা জায়ন্তে এতান্যপ্যেকস্যৈব দেশভেদে প্রসিদ্ধানি নামানীতি কুল্লুকভট্ট ব্যাখ্যা। তথা করণং কারণে কায়ে সাধনেন্দ্রিয় কর্ম্মসু। কায়স্থে কচবন্ধে না ইত্যাদি রভস কোষ লিখনাধীন মনূক্ত করণ যে কায়স্থ সংস্কার হীন ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তান তাহা নিশ্চিতাবধারণ হইতেছে ইতি। ২।

তৃতীয়, চতুর্ণাং ব্রাহ্মণাদীনাং বর্ণানাং বহুশো ময়া। বর্ণ সঙ্কর জাতীনাং মুনীনাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ শ্রুতং ভবৎ প্রসা

দেন জন্ম বৃত্তান্ত মুত্তমং। চতুর্দশ যমানাঞ্চ ন শ্রুতং জন্ম কারণং ॥ কথয়স্ব মহাভাগ জন্ম বিস্তার মাদরাৎ। ত্বদৃতে সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ভুবি ন সাম্প্রতং ॥ উত্তর ॥ শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি যমানাং জন্মবিস্তরং। শ্রুত্বা তজ্জন্ম বিস্তারং বহু জন্মার্জ্জিতা শুভং ॥ ভস্মী ভবেন্মনুষ্যাণাং তৎক্ষণান্নাত্র সংশয়ঃ। নির্মায় ভবনং রাজন্ ব্রহ্মা লোক পিতামহঃ ॥ সৃষ্টিং কৃত্বা বিধানেন কার্য্য কারণ মুত্তমং। নির্মায় বহুশ স্তত্র প্রাণি জাতং তথৈবচ ॥ ধর্ম্মাদীনাং বিবেকার্থং নির্ম্মিতা পদ্মযোনিনা। যমশ্চ ধর্ম্মরাজশ্চ মৃত্যুরন্তক এবচ ॥ বৈবস্বত স্তথা কালঃ সর্ব্বভূত বিনাশকঃ। ঔড়ম্বর স্তথা দধ্নো নীলসংজ্ঞ স্তথৈবচ ॥ পরমেষ্ঠী তথা চিত্রো বৃকোদর ইতি শ্রুতঃ। চিত্রগুপ্তো মহীপালঃ সর্ব্ব ধর্ম্ম পরায়ণঃ ॥ প্রজাপতেস্তনূদ্ভূতা ব্রহ্মণঃ সদৃশা মতা। দৃষ্ট্বা তান্ কর্ম্ম কুশলান্ ব্রহ্মধর্ম্ম পরায়ণান্ ॥ ধর্ম্মাদীনাং বিবেকার্থং তানুবাচ প্রসন্নধীঃ। মদুক্তং কর্ম্ম নিচয়ং যূয়ং কুরুত সাদরং ॥ ইত্যুক্তা ব্রহ্মণা বৈ তে ত্রয়োদশ যমাদয়ঃ। স্বস্ব কার্য্যমাদরেণ স্বীকৃতাস্তৎক্ষণা নৃপ ॥ মসীপাত্রসমং যস্মাৎ চিত্রগুপ্তোপ্যজায়তঃ। ধর্ম্মা ধর্ম্মাদি লেখায়াং নিযুক্তঃ পদ্মযোনিনা ॥ চিত্রগুপ্তশ্চ দুঃখার্ত্ত উবাচ ব্রহ্মণঃপুরঃ। নিকৃষ্টং কর্ম্ম সংসৃষ্টমকিঞ্চনজনে বিভো ॥ প্রদত্তং ময়ি হে ব্রহ্মণ্ তেন দীন মনাঃ প্রভো। কেনোপায়েন তদ্দুঃখং বিনষ্টং ভবিতা মম ॥ ব্রহ্মোবাচ ॥

বৎস কিং তে মনোদুঃখং ময়ি তিষ্ঠতি ধাতরি। ক্ষত্রিয়া বাহু সম্ভূতা সত্যং মদ্বাহুজোমহান্॥ ভবান ক্ষত্রিয় বর্ণশ্চ সম স্থান সমুদ্ভবাৎ। কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়ঃ খ্যাতো ভবান ভুবি বিরা জতে॥ ত্বদ্বংশসম্ভবা যে বৈ তেপি ত্বৎ সমতাগতাঃ। তেষাং লেখাদিবৃত্তিশ্চ ক্ষত্রিয়ারততৎপরাঃ॥ সংস্কারা দীনি কর্ম্মাণি যানি ক্ষত্রিয়জাতিষু। তানি সর্ব্বাণি কার্য্যাণি মদাজ্ঞাবশতঃ ক্ষিতৌ॥ উক্ত্বা প্রজাপতিরিদং তত্রৈবান্ত র্দধে বিভুঃ। এব মুক্ত শ্চিত্রগুপ্তঃ প্রসন্নহৃদয়ঃ সদা॥ স্বকর্ম্ম নিরতো ভূত্বা রাজতে স্বনিকেতনে। চতুর্দ্দশ যমাখ্যানং ময়া তে সম্প্রকাশিতং॥ কিংপরং বাঞ্ছিতং রাজন্ কথ য়িষ্যা মি তদ্বদেতি বৃহদ্ব্রহ্মখণ্ড লিখনানুসারে ব্রহ্মার তনূদ্ভূত স্বয়ং চিত্রগুপ্ত কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ ইহা সুস্পষ্ট প্রকাশিত ইতি॥৩॥

চতুর্থ। সৃষ্ট্যাদৌ সদসৎ কর্ম্ম গুপ্তয়ে প্রাণিনাং বিধেঃ। ক্ষণং ধ্যাত্বা স্থিতস্যাস্য সর্ব্বকায় বিনির্গতঃ॥ দিব্য রূপঃ পুমান্ হস্তে মসী পাত্রঞ্চ লেখনীং। ছিত্রগুপ্ত ইতিখ্যাতো ধর্ম্মরাজ সমীপতঃ॥ প্রাণিনাং সদসৎ কর্ম্ম লেখ্যায় স নিযোজিতঃ। ব্রহ্মণা ক্ষত্রিয়জ্ঞানী দেবাগ্ন্যো যজ্ঞভুক্ সদা॥ ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থো জাতি রুচ্যতে। নানা গোত্রা শ্চ তদ্বংশ্যাঃ কায়স্থা ভুবি সম্মতা ইতি॥ ৪॥ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বর্ণ কায়স্থ চিত্রগুপ্ত স্বয়ং ব্রহ্মার কায়োদ্ভব পদ্মপুরাণে প্রকাশ পাইতেছে অতএব ঐ চিত্রগুপ্তমহাশয় যখন কায়স্থ বংশ্যের

বীজপুরুষ হইলেন তখন কায়স্থ মহাশয়গণ যে ক্ষত্রিয়বর্ণ তাহাই সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে ইতি পদ্মপুরাণং ॥ ৪ ॥

পঞ্চম। এবং হত্বা জ্জুনো রামঃ সন্ধায় নিশিতান্ শরান্ ইত্যুপক্রমেণ দুর্দান্ত ক্ষত্রিয় মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যাজ্জুন সন্তানেরা শ্রীপরশুরামজনক জমদগ্নি ঋষিকে বধ করিলে উক্ত ঋষি সুত শ্রীপরশুরাম ঠাকুর জ্বলদগ্নির ন্যায় ক্রোধাকুল হইয়া ঐ কার্ত্তবীর্য্যাজ্জুন ক্ষত্রিয় মহারাজগণকে যুদ্ধে নিহত করিয়াও ক্রোধের শমতা না হইবায় ক্রমে ত্রিসপ্তবার যুদ্ধ করিয়া প্রায় নিঃক্ষত্রিয় করিলেন তন্মধ্যে ক্ষত্রিয় মহারাজ চন্দ্রসেনকেও হত করিলে চন্দ্রসেন রাজরাণী সগর্ভা অতি ভীতা হইয়া দাল্ভ্য মুনিরআশ্রমে গমন পূর্ব্বক শরণ লইলেন কিন্তু পরশুরাম ঠাকুর পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া উক্তাশ্রমে উপনীত হইলে ঐ মুনি সন্দর্শনে আনন্দ মনে উপবেশন পূর্ব্বক উভয়ে উভয় স্থলে অভিলষিত যাচিত হইলে পরিশেষে চন্দ্রসেনরাজপত্নীর গর্ভস্থ সন্তানের অধস্তনগণ কায়স্থাখ্যা প্রাপ্ত তথা ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম রহিত হইবেন ইতি স্থিরীকৃত করিয়া অভয় প্রদান পূর্ব্বক পরশুরাম ঠাকুর স্বস্থান প্রাপ্ত হউন, এস্থলে আপন গর্ভ সহ জীবন প্রাপ্তি জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার পুরঃসর মুনিরাজের চরণ বন্দন করতঃ চন্দ্রসেনরাজমহিষী আপন অন্তঃপুরবর্ত্তিনী হই লেন কিন্তু সময়ে ঐ রাজরাণী এক সন্তান প্রসব করিলে ঐ সন্তানের পূর্ব্ব সংস্কারাদি হইয়া ঐ ক্ষত্রিয় চন্দ্রসেন রাজপুত্রের

অধস্তন পুরুষগণ যখন কায়স্থাখ্য হইলেন তখন দেখুন কায়স্থ মহাশয়গণ ক্ষত্রিয় বর্ণ ইহা যথাবগম হইতেছে ইহাতে সন্দেহাভাব ইতি। স্কন্দপুরাণং ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠঃ। রেবা খণ্ডীয় চন্দ্রসেন রাজপুত্রগণকে যখন পূর্ব্ব কথিত চিত্রগুপ্ত বংশ্য সহ সমীকরণ কর্ত্তব্য শ্রুতিতে কহিয়াছেন অর্থাৎ বিবাহাদি করণ কারণ করিবেন তখন ঐ চিত্রগুপ্ত অবশ্য ক্ষত্রিয় বর্ণই সম্ভব নচেৎ এক বর্ণকে অন্য বর্ণের সহিত বেদ বিহিত কর্ম্মকাণ্ড করিতে কখনও কহিতেন না তদ্যথা। কায়স্থ ধর্ম্ম বিধিনা চিত্রগুপ্তশ্চ যঃ স্মৃত ইতি শ্রুতিঃ। ৬।

নিবেদন, মন্বাদি স্মৃতি তথা পুরাণ ও পদ্ধতি ও সংহিতা প্রভৃতি নানা শাস্ত্র সম্মত বচনার্থবগমে কায়স্থ মহাশয়দিগের ক্ষত্রিয় বর্ণত্বই অবধারিত হইতেছে বিশেষতঃ ঐ কায়স্থ দিগের দ্বিতীয় বর্ণবৎ যাবৎ ধর্ম্ম কর্ম্ম আচার ব্যবহার রীতি প্রকৃতি আশ্রমাদি তথা উপনয়ণ না থাকাতেও যখন গর্ভাধানাদি বিবাহ পর্য্যন্ত অষ্টম সংস্কার অনাদি কাল পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইতেছে তখন ঐ কায়স্থ মহাশয়গণকে শূদ্র বলায় কেবল বেদ অমান্য করা হইতেছে কিন্তু বেদ অমান্যে অধোগতিঃ।

প্রশ্নঃ। যদিচ নানা শাস্ত্র সম্মত কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয় দর্শন ও বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড করণ শূদ্রাতিরিক্ত বর্ণের ন্যায় অনেকোচ্চ দৃষ্ট হইতেছে বটে তথাপি অগ্নিপুরাণে ঐ কায়স্থ জাতিকে শূদ্রবর্ণ লিখিয়াছেন, তদ্যথা, আদৌ প্রজাপতে

জ্জাতা মুখাদ্বিপ্রাঃ সদারকাঃ। বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা ঊর্ব্বো
র্বৈশ্যা বিজজ্ঞিরে॥ পাদাচ্ছূদ্রশ্চ সম্ভূত স্ত্রিবর্ণস্য চ সেবকঃ॥
অর্থাৎ ব্রহ্মার মুখ হইতে সস্ত্রীক ব্রাহ্মণ ও বাহু হইতে ক্ষত্রিয়
ও ঊরু হইতে বৈশ্য, পাদ হইতে শূদ্র জাতি উৎপন্ন হয়েন,
সেই শূদ্রের পুত্র হীম, হীমপুত্র প্রদীপ, প্রদীপের পুত্র কায়স্থ
লিপি কারক, তাঁহার পুত্র তিন ১ চিত্র স্বর্গে, ২ বিচিত্র
পাতালে, চিত্রসেন পৃথিবীতে গত হইয়াছেন ইহাঁরদিগকে
শূদ্র কহেন।

উত্তর। অগ্নি পুরাণে লেখেন ব্রহ্মার পাদ হইতে যে শূদ্র
জন্মিয়াছেন ঐ শূদ্রের প্রপৌত্র যে চিত্রগুপ্ত তিনি শূদ্র হই
লেও হইতে পারেন যেহেতু কতক গুলিন শূদ্র কায়স্থাখ্যা যাহা
দের বাস দেশান্তরে তাহাদের আচার ব্যবহার ধর্ম্ম কর্ম্মাদি
সকলি শূদ্রবৎ প্রত্যক্ষ হইতেছে, যাদৃশ ধীবরাদির ব্রাহ্মণেরা
ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশয়গণ সঙ্গে পরিচয়ের ভেদ ভবনার্থে বর্ণ
ব্রাহ্মণ কহিয়া থাকেন তাদৃশ ঐ শূদ্র কায়স্থেরা কায়স্থ মহা
শয় গণ সহ পরিচয়ের ভেদ বিজ্ঞাপনার্থে আপনা হইতেই
কেহ কেহ সৃষ্টি করণ কেহবা শূদ্র কায়েত পরিচয় দিয়া থাকেন
এবং তাহারা নীচ কর্ত্তব্য কর্ম্ম দ্বারা পুষ্ট হইয়া কাল যাপন
করেন তাহারা অবশ্যই শূদ্র হইতে পারে অপর পদ্মপুরাণা
দিতে লিখিত যে ব্রহ্মার তনূদ্ভূত স্বয়ং চিত্রগুপ্ত তাঁহার অধ

স্তন পুরুষ সকলি ক্ষত্রিয় বর্ণ কায়স্থ, ইহাতে সন্দেহাভাব, অগ্নি পুরাণোক্ত বচন শূদ্র প্রতি নতু কায়স্থ পরং ইতি। অপিচ কায়স্থ শূদ্র বর্ণ ইতি অমূলক বাক্য স্থাপনার্থ, আদৌ প্রজাপতের্জ্জাতা মুখাদ্বিপ্রাঃ সদারকা ইত্যাদি কেবলাগ্নি পুরাণ বচন উদাহরণ দেখাইয়াছেন কিন্তু শ্রুত্যাদি নানা গ্রন্থে মুখতোঽস্য ব্রাহ্মণোজাতো বাহ্বোঃ ক্ষত্রিয় উর্ব্বো বৈশ্যঃ পাদয়োঃ শূদ্র অজায়ত। এতদুভয় গ্রন্থের বচন পণ্ডিত সমাজে বিবেচ্য হইলেই যথার্থ উত্তর প্রাপ্তে নিরুত্তর হইবেন।

প্রশ্ন। মনূক্ত করণ কায়স্থ সংস্কার হীন ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তান পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে তাহা হওয়া দূরে থাকুক এই মনূক্ত ব্রাত্য ক্ষত্রিয়াপত্যানাং সর্ব্বেষাং সর্ব্বথৈবান্ত্যজত্বমেব। যথা স্কন্দ পুরাণীয় রেবাখণ্ডে অন্ত্যজ পরিগণনে গোতম বচনে কিরাত পুক্কশ মেধ খশ করণ কির নিচ্ছিবি বাহ্লীক পুলিন্দ কঙ্কর নগ এই কয়েক জাতিকে অন্ত্যজ মধ্যে কহিয়াছেন এবং পরশুরাম পদ্ধতিতে অন্ত্যজ পরিকীর্ত্তনে চর্ম্মকার কুরাচ কপালী শরব পুলিন্দ মেধ ভল্ল ঝল্ল মল্ল খারক কুন্দকার কাণ্ড কার ডোখল মৃতপ কিরাত নিষাদ খশ দ্রবিড় চণ্ডাল হাড়ী ইহারাও যখন উক্ত গ্রন্থ দ্বয়ে অন্ত্যজ বলিয়া লিখিত হই তেছে তখন এই করণ অন্ত্যজ সংজ্ঞই গণ্য হইতে পারে ইতি।

উত্তর। মনুরপি, পৌণ্ড্রকাশ্চোড্র দ্রবিড়াঃ কাম্বোজাঃ যবনাঃ শকাঃ। পারদা পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দারবাঃ খশাঃ।

অর্থাৎ পৌণ্ড্রক ওড্র দ্রবিড় কাম্বোজ যবন শক পারদ পহ্লব চীন কিরাত দারব খশ। যখন ঐ করণ ভিন্ন এই কয়েক জাতিকে মনু মহাশয় অন্ত্যজ রূপে পরিগণন আর উক্ত করণকে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তান রূপে পরিকীর্ত্তন করিয়াছেন তখন শ্রীমন্মনু গ্রন্থের বচনাগ্রে আর অন্য কোন পুরাণ বা পদ্ধতির বচন পণ্ডিত সমাজে গ্রাহ্য নহে বিশেষতঃ ঐ গোতম বচন ও পরশুরাম পদ্ধতির বচন উভয়ই পরস্পর অনৈক্য যে হেতুক গোতম বচনে ঐ করণকে অন্ত্যজ মধ্যে লিখিয়াছেন কিন্তু পরশুরাম ঠাকুর আপন পদ্ধতিতে তাহা লিখেন নাই অপিচ এক মনুর বচনাগ্রে শত শত পুরাণাদির বিপরীত বচন ও মান্য নহে আর যদিও মনু বচনের সপক্ষতার প্রয়োজন রাখে না তথাচ ঐ পরশু রাম পদ্ধতির বচন যখন মনু বচনের অনুগামী দর্শন হইতেছে তখন গোতম বচনে ভ্রম বা লিপি দোষ না বলিয়া আর কি বলা যায়।

প্রশ্ন। শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চেতি ॥ অর্থাৎ শ্রীমনু অনুশাসন করিয়াছেন যে এই সকল ক্ষত্রিয় জাতি ক্রিয়া লোপ প্রযুক্ত এবং বেদের অদর্শন হেতু বিশেষতঃ সংস্কার লোপ বশতঃ ক্রমে ক্রমে ইহলোকে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন আর এই বচনস্থ ইদম শব্দে নির্দ্দিষ্ট যবন অর্থাৎ আত্মধর্ম্ম পরিত্যাগ জন্য যখন ম্লেচ্ছতা প্রাপ্ত হইয়াছে তখন ব্রাত্য

ক্ষত্রিয় সকলেই শূদ্রত্ব ও ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত অতএব ঐ সকল ক্ষত্রিয়কে শূদ্র ভিন্ন ব্রাত্য ক্ষত্রিয় কখনই বলা যাইতে পারেনা।

উত্তর। মনু গ্রন্থের দশমাধ্যায়ে ২২ শ্লোকে ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ। নটশ্চ করণশ্চৈব খস দ্রবিড় এব চেতি মনুবচনে ঝল্ল মল্লাদি সপ্তধা ব্যক্তিকে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তান বলিয়া কথিত হইয়াছে। আর ঐ গ্রন্থের দশমাধ্যায়ের ৪৩ সংখ্যক শ্লোকে শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ। বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চেতি। অস্যার্থঃ। ইদম শব্দে বক্ষ্যমাণাঃ ঐ বক্ষ্যমাণ শব্দে কথিত হইবে যে ক্ষত্রিয় জাতি যাঁহারা ক্রিয়া লোপ প্রযুক্ত এবং ব্রাহ্মণ কর্তৃক যাজনাধ্যাপন প্রায়শ্চিত্তাদির অর্থদর্শনাভাব হেতু ক্রমশঃ ইহ লোকে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং যখন কুল্লূক ভট্ট মহাশয় কৃত এই ব্যাখ্যা তখন ঐ শনকৈস্তু ক্রিয়া লোপাদিত্যাদি বচনার্থে বক্ষ্যমাণ অর্থাৎ কথিত হইবে যে শূদ্র জাতি উপাখ্যান তন্মধ্যে ঐ ২২ সংখ্যক শ্লোকে লিখিত ব্রাত্য ক্ষত্রিয় করণ কায়স্থাদির প্রতি কদাচই সম্ভবে না বরং ঐ বাইশ সংখ্যক বচনার্থে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় যে করণ কায়স্থ তাহা সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে এবং তদ্বহু ব্যবধান পরে অর্থাৎ এক বিংশতি শ্লোক পরে ক্রিয়াদি লোপ বশতঃ যে সকল ক্ষত্রিয় শূদ্রত্ব প্রাপ্ত, তাহা লিখিত আছে অতএব ঐ সকল

ক্ষত্রিয়কে যে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত বলা সে কেবল মনু গ্রন্থের পূর্ব্বাপর বচনার্থ অনভিজ্ঞতা মূলক বলিতে হইবেক।

প্রশ্ন। দ্বিজাতয়ঃ স্ববর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাস্তু যান। তান্ সাবিত্রী পরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যানিতি বিনির্দ্দিশেৎ ইত্যাদি দ্বিজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য স্ববর্ণা পরভার্য্যাতে যে সকল সন্তান উৎপাদিত করেন তাঁহারাও দ্বিজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, কিন্তু স্ববর্ণা অনূঢ়া অর্থাৎ অবিবাহিতা স্ত্রীতে যে সকল সন্তান উৎপন্ন হয় তাহারা ব্রাত্যরূপে কথিত হইয়াছে তাহারা সকলেই শূদ্র তুল্য বিবাহ মাত্র এক সংস্কার লাভ করে এবঞ্চ ঐ দ্বিজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য স্বস্ব স্ত্রীতে যে সকল সন্তান উৎপন্ন করেন ঐ সকল সন্তানগণের কালে উপনয়ন না হইলে তাহারা ব্রাত্যরূপে কথিত হইবে কিন্তু উহাদের জন্ম দোষ না থাকাতেও যখন সাবিত্রী পরিভ্রষ্টত্ব তুল্য দোষ উভয় কল্পেই দৃষ্ট হইতেছে তখন পূর্ব্বোক্ত ব্রাত্যগণ সঙ্গে তাহাদের শূদ্রত্ব প্রাপ্তিই হইয়াছে ক্ষত্রিয়ত্বের প্রসক্তি নাই।

উত্তর। স্বজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণ ইতি মনুবচনানুসারে ঐ প্রশ্নের লিখিত ব্যক্তি গণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীতে ১ ও ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়াতে ২ ও বৈশ্য বৈশ্যাতে ক্রমানুয়ে পরভার্য্যাতে তিন তথা অনূঢ়া অর্থাৎ ব্রাহ্মণ অবিবাহিতা ব্রাহ্মণীতে, ঐরূপ ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়াতে, বৈশ্য বৈশ্যাতে ক্রমানুয়ে যে তিন সন্তানোৎপন্ন করেন সর্ব্বসুদ্ধ ঐ ছয় সন্তান

স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মই প্রাপ্ত হইবেন কদাচ শূদ্রত্ব পাইবেন না বিশেষতঃ জন্ম দোষ সত্বেও যখন ইহাঁরা শূদ্র হইলেন না তখন কেবল উপনয়ন হীন ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের শূদ্রত্ব প্রাপ্তির প্রসক্তি কি, তবে যে প্রশ্নকারির প্রশ্ন সেটা ভ্রম বা হেয় বলি।

প্রশ্ন। ভাল, খশ সাহচর্য্যাধীন করণকে অন্ত্যজ বলায় কি হানি আছে যথা গোতম মহাশয় ও পরশুরাম ঠাকুর আপন পদ্ধতিতে তথা মনু মহাশয়ও অন্ত্যজ পরিকীর্ত্তনে খশ জাতিকে যখন অন্ত্যজ মধ্যে গণিত করিয়াছেন তখন খশ জাতি সাহচর্য্যে করণের শূদ্রত্ব অবশ্যই বলিতে হইবেক।

উত্তর। ত্রিকালজ্ঞ মহামুনি মনু মহাশয়ের জ্ঞানের এতাদৃশ বৈষম্য ছিল না যে তিনি একবার খশ জাতিকে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলিয়া দ্বিতীয় বার অন্ত্যজ মধ্যে লিখিয়াছেন, আদৌ প্রশ্নকারির বর্ণ জ্ঞানাভাবে এতদ্বর্ণ বিচার করা মাত্র বোধ হইতেছে যেহেতুক উক্ত অভ্রান্ত মনু মহাশয় ব্রাত্য ক্ষত্রিয় ঝল্ল মল্লাদি লিখন স্থলে যে খস শব্দ লিখিয়াছেন সে দন্ত্য সান্ত এবং যবন পৌণ্ড্রকাদি জাতি পরিগণন স্থলে যে খশ শব্দ লিখিত হইয়াছে তাহা তালব্য শান্ত ইহাতেই বিলক্ষণ সান্ত হইয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ দন্ত্য সান্ত যুক্ত যে খস জাতি তিনি অবশ্যই ক্ষত্রিয় তৎসাহচর্য্যে যে মনূক্ত করণ তাহার ক্ষত্রিয়ত্বের অভাব কি উক্ত করণ স্বয়ং বা সাহচর্য্যে উভয় মতেই ব্রাত্য ক্ষত্রিয়, শূদ্র কোন মতেই নহেন।

প্রশ্ন। অগ্নি পুরাণ বচন প্রমাণে ব্রহ্মার পাদোদ্ভব শূদ্র, ঐ শূদ্রসন্তান চিত্র ও বিচিত্র ও চিত্রসেন যখন শূদ্র হইলেন তখন তৎ সন্তান সকল কায়স্থ মাত্রই শূদ্র ইহার অন্যথার বিষয় কি।

উত্তর। অগ্নি পুরাণে লিখিত ব্রহ্মার প্রপৌত্র চিত্রগুপ্ত শূদ্র এই বলিয়া যে পদ্মপুরাণ স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত ব্রহ্মার কায়োদ্ভব চিত্রগুপ্তকে শূদ্র বলা সে কেবল রাগ বা দ্বেষ প্রযুক্ত বলিতে হয় যেহেতুক অগ্নিপুরাণস্থ চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মা হইতে পাঁচ পুরুষানন্তর ঐ চিত্রগুপ্ত বা তাঁহার সন্তানগণ শূদ্র হই লেই যে পদ্মপুরাণে ও স্কন্দপুরাণে ও জাতি. বিবেকাদিতে ও শ্রুতি প্রভৃতির লিখিত বচনার্থে প্রকাশ পাইতেছে ব্রহ্মার তনূদ্ভূত চিত্রগুপ্ত স্বয়ং অর্থাৎ ঐ চিত্রগুপ্ত ক্ষত্রিয় বর্ণ তদ্বি শেষ প্রত্যক্ষ যে ক্ষত্রিয় চন্দ্রসেন রাজার সন্তানগণ ঐ চিত্র গুপ্ত সন্তানগণ সহ বিবাহাদি করণ কারণ শ্রুতিতে লিখিতে ছেন এস্থলে উক্ত পুরাণ দ্বয়ের বচন অমান্য করিয়া কেবল অগ্নিপুরাণের অমূলক বচন মান্য করিলে পণ্ডিত সমাজে কি অমান্য হইবেন না অর্থাৎ অবশ্যই হইবেন, দেখুন, প্রশ্ন কারিরা অগ্নিপুরাণের যে বচন দ্বারা চিত্রগুপ্ত সন্তান সকলকে কায়স্থ শূদ্র বলেন আদৌ ঐ বচনের প্রথমেই মুখাদ্বিপ্রাঃ সদা রকা অর্থাৎ ব্রহ্মার মুখ হইতে ভার্য্যা সহিত ব্রাহ্মণ জন্মিয়া ছেন তবে কি ব্রহ্মার মুখের ভিতর স্ত্রী পুরুষ হইয়া বিবাহ হইলে কি ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর জন্ম হইয়াছে: যদি বল তাহা নহে

ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী এক কালেই জন্মিয়াছেন উত্তর তাহা হইলে সদারকা অর্থ ঘটে না যেহেতুক বেদ বিহিত মন্ত্র পাঠ দ্বারা দারপরিগ্রহ হইলে পরে দার অর্থাৎ ভার্য্যা হয় নতুবা প্রকৃতি পুরুষ এক স্থানোদ্ভব হইলে বরং বিরুদ্ধ সম্পর্কই বলা যায়, সে যাহা হউক, বেদব্যাস প্রণীত অগ্নি পুরাণ বচনের এই যুক্তি বলি যে ঐ পুরাণোক্ত চিত্র, বিচিত্র, চিত্রসেন এই তিন ব্যক্তি শূদ্র বটেন, যথা, বৈশ্যাদ্বৃষল কন্যায়াং ও শূদ্রা বিশোঃসুতে এবং শূদ্রা বিশোস্তু এই তিন বলি আর অগ্নিপুরাণাতিরিক্ত গ্রন্থে লিখিত চিত্রগুপ্ত কায়স্থ ইতি নতু শূদ্র পরং।

প্রশ্ন। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য শনকৈস্তু ইত্যাদি মনুবচন সহ বিষ্ণু পুরাণ বচন ঐক্য করত লেখেন কলিতে মহা নন্দি সুত মহা পদ্মানন্দ পরশুরাম ইব ক্ষত্রিয়ান্তকারী জন্মিবেন অত এব কলিতে ক্ষত্রিয় নাই এ বিধায় যখন ক্ষত্রিয় জাতির অশৌচাদির ব্যবস্থাদি স্মার্ত্ত মহাশয় লিখেন নাই তখনই কলিতে ক্ষত্রিয় না থাকা অথবা শূদ্রত্ব প্রাপ্তই সম্ভব।

উত্তর। শনকৈস্তু ইত্যাদি মনু বচনানুসারে ক্ষত্রিয় শূদ্রত্ব প্রাপ্ত যে সে পৌণ্ড্রকাদি ক্ষত্রিয় পর, সকল ক্ষত্রিয় পর নহে, কুল্লূক ভট্ট মহাশয় এ বিষয়ে যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। বিষ্ণু বচন মতে মহানন্দি সুত মহা পদ্মানন্দ পরশুরাম ইব নিঃক্ষত্রিয় করাতে কলিতে

ক্ষত্রিয় নাই যে লেখেন তদুত্তর এই যে ঐ স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের লিখনের ভঙ্গীই বুঝিতে পারেন নাই তদ্ধেতু এই যে কলিযুগে ক্ষত্রিয় থাকাই প্রমাণ হইতেছে যেহেতুক স্মার্ত্ত ঐ বচন মধ্যে পরশুরাম ইব লিখিয়াছেন, এই ইব শব্দার্থ প্রায় তবে কি না পরশুরাম প্রায় মহা পদ্মানন্দ নিঃক্ষত্রিয় করিবেন ইহাতেই বিবেচনা করুন যে ত্রেতা যুগে পরশুরাম ঠাকুর যাদৃশ একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করাতেও মহানন্দি প্রভৃতি ক্ষত্রিয় কলি যুগে থাকাই সম্ভব হইতেছে তাদৃশ ঐ মহা পদ্মানন্দের নিঃক্ষত্রিয় করার পর অবশ্যই ক্ষত্রিয় থাকাই সম্ভব তৎ কারণ এই যে ঐ ইব লিখন ভঙ্গীর দ্বারা কলিযুগে ক্ষত্রিয় থাকা সপ্রমাণ হইতেছে তবে স্মার্ত্ত মহাশয়ের মনু বচন এক বাক্য করার হেতু ঐ পৌণ্ড্রকাদি ক্ষত্রিয় প্রতিই উদ্দেশ্য। যদি বল স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ঐ ক্ষত্রিয় জাতির অশৌচাদির ব্যবস্থা লিখেন নাই। ভাল যদি লিখেন নাই তবে ঐ ক্ষত্রিয় জাতির দ্বাদশাহ অশৌচ বিধান লোকে কি প্রকারে বিদিত হইল যদি বল শূলপাণি প্রভৃতি প্রাচীনাদি নানামতে লিখিত হইয়াছে, ভালই তবে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুনর্লিপির প্রয়োজনাভাব, বিশেষতঃ স্মার্ত্ত মহাশয় স্পষ্ট লিখিয়াছেন প্রশ্নকারিরা লেখেন নাই লিখিয়া আপনাদিগের ভাল স্মৃতি নিপুণতা প্রকাশ করিয়াছেন।

॥ ৩ ॥

দ্বিতীয়, অতঃপর যদি বল কলিতে ক্ষত্রিয় নাই তদুত্তরে এই বলি বৈবাহিক তুমি নাকি মরিয়াছ কেন না এই কলিযুগ প্রবর্ত্তাবধি চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা যুধিষ্ঠির দেবের বংশ্য কয়েক শতবর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন, দেখ, রাজা বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি কয়েক পুরুষ এই কলিযুগেই রাজত্ব করিয়াছেন বিশেষতঃ জয়পুরে ক্ষত্রিয় মহারাজ সেওয়ায় জয় সিংহ বাহা দুর অশ্বমেধ যজ্ঞ করণার্থে নিয়ম কাল মত স্বর্ণগাভীর উদর মধ্যে প্রবিষ্ট থাকিয়া পুনর্নির্গত হইয়া বিধি ব্যবস্থা মতে আপন পত্নীর দ্বারা মাষকলাই সিদ্ধ করাইয়া রাজা স্বয়ং নিজ হস্তে পরিবেশন পূর্ব্বক যাবতীয় ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশয় গণকে ভোজন করাইয়া এই কলিযুগে কত শত কোটী মুদ্রা ব্যয় দ্বারা প্রায় ক্ষত্রিয় যাবৎ ধর্ম্ম রক্ষণ পূর্ব্বক অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন তৎ প্রমাণ যথা জয় সিংহ নামাবলী।

অপর যোধপুরের ক্ষত্রিয় মহারাজগণ আপন আপন ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম রক্ষণার্থে কোটী কোটী মুদ্রা অদ্যাপিও ব্যয় করিয়া আসিতেছেন অধিকন্তু প্রধান প্রধান মহারাজ সকল ও প্রধান প্রধান ধনাঢ্য ক্ষত্রিয়গণে উত্তর পশ্চিম দেশ পরিপূরিত দৃষ্ট হইতেছে অধুনা ব্রহ্ম দেশাদিতে স্বাধীন ক্ষত্রিয় মহারাজগণ অনেকেই বিরাজ করিতেছেন এবঞ্চ এতদ্দেশে বৰ্দ্ধমানাধি পতি ক্ষত্রিয় মহারাজ তথা ক্ষত্রিয় মহারাজ সুন্দরনারায়ণ ও মল্ল উপাধি যুক্ত বীরভূমির ক্ষত্রিয় মহারাজ প্রভৃতি দিবাকর

তুল্য প্রদীপ্ত রূপে দীপ্তি পাইতেছেন ঐ সকল ক্ষত্রিয় রাজা লয়ে এতদ্দেশীয় যাবৎ সুরাচার্য্য সদৃশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় গণ সর্ব্বদা প্রায় সর্ব্ব কর্ম্মেই নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিতে ছেন তৎ সঙ্গে ঐ স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বংশাবলী ও জ্ঞাতি কুটুম্ব ছাত্রাদি সকলেরি যখন গমন হইতেছে তখন আমি একাকী ক্ষত্রিয় নাই বা সকল ক্ষত্রিয় শূদ্র হইয়াছেন বলিলে আমাকে কে না ক্ষিপ্ত বলিবে।

প্রশ্ন। যে স্থলে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কায়স্থগণকে শূদ্রাবধারণ পূর্ব্বক ঐ শূদ্রদের নাম করণে বসু ঘোষাদি রূপ পদ্ধতি ও দাস কথনের রীতি ব্যবহার করিয়াছেন সে স্থলে এক্ষণে সেই অবধারিত শূদ্রকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিকীর্ত্তন এ অত্যাশ্চর্য্য।

উত্তর। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য আপন ব্যবস্থায় কায়স্থদিগের নাম করণে বসু ঘোষাদি পদ্ধতি লিখিবার পূর্ব্বে কি কায়স্থগণের বসু ঘোষাদি যুক্ত নাম ছিল না হা, বিধাতা, যৎকালে কান্যকুব্জ দেশ হইতে মকরন্দ ঘোষ ও কালিদাস মিত্র ও দাশরথি বসু ও পুরুষোত্তম দত্ত প্রভৃতি পঞ্চ মহাশয় শ্রীযুক্ত আদিসুর রাজসভায় আগমন করিয়াছিলেন তৎকালে যখন ঐ রঘুনন্দনের পিতারো জন্ম হয় নাই তখন যে ঐ কায়স্থদিগের বসু ঘোষাদি পদ্ধতি স্মার্ত্তের করা বলিয়া প্রশ্ন কারী স্মার্ত্তের দোষ দেন তদ্ধেয়, যদি বল বসু ঘোষাদি পদ্ধতি

যুক্ত বলিয়াই স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য সৎ শূদ্র ব্যবস্থা লিখিয়াছেন, ভাল তাই ভাল, মহাশয় বেদ বেদাঙ্গ তথা প্রাচীন স্মৃতি বা শ্রুতি বা মন্বাদি গ্রন্থের বা কোন ঋষি প্রণীত বচনাভাসে লিখিলে উক্ত বিষয় অতি দার্ঢ্য ও মান্য হইতে পারিত নচেৎ উক্ত গ্রন্থ চয়ের বচন বিরুদ্ধে যে কেবল ঐ স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য বিনা শাসনে আপন সংগ্রহে লিখিলে হইতে পারে আর পারে না ইহা অগ্রাহ্য যেহেতুক কায়স্থদিগের পদ্ধতি অর্থাৎ পদবী এতাদৃশ আধুনিক নহে অর্থাৎ ঐ সকল কায়স্থ মহাশয়গণের বংশ নির্দ্ধারণার্থে স্বস্ব পিতৃ নামে ঐ সকল পদবী হইয়াছে তদ্‌যথা অচ্যুত চক্রবর্ত্তি সংগৃহীতায়াং যথা ব্রহ্ম কায়োদ্ভব চিত্রগুপ্ত পুত্র জাতিমন্ত ঐ জাতিমন্তের পুত্র প্রদীপ ঐ প্রদীপের পুত্র চিত্র ও বিচিত্র ও সেনী ঐ সেনী মহাশয় মর্ত্ত্য লোকে আগমন করেন তিনি কায়স্থ কুলাগ্রগণ্য কিন্তু প্রলয়াদির প্লবনে ঐ সেনী মহাশয়ের অধস্তন পুরুষগণ কোন্ ব্যক্তি কোথায় রহিলেন এবং কোন্ ব্যক্তি কাহার সন্তান হইলেন তাহা প্রায় লোকাগোচর হইয়া যদিও কাল গত হইয়াছিল তথাচ কুলধর্ম্ম গুণ এই যে ঐ সেনীবংশজ চৈত্ররথ মহাশয় আপন পূর্ব্ব পুরুষের কুলধর্ম্মাশ্রয় বেদ বিহিত ক্ষত্রিয় বর্ণ বৎ যাবৎ কর্ম্ম করণ পূর্ব্বক চিত্রকূটাচলাধিপ হইয়াছিলেন তৎপুত্র চিত্রভানু তৎপুত্র চিত্র শিখণ্ডি তৎপুত্র লোম তৎপুত্র বাণ তৎপুত্র ভদ্রবাহু তৎপুত্র বিশ্ব তৎপুত্র বিশ্বপাল তৎপুত্র বিশ্ব

চেতা তৎপুত্র বরাহ তৎপুত্র বলি তৎপুত্র রুদ্র তৎপুত্র রুদ্র সেন তৎপুত্র গালসেন তৎপুত্র মিথন তৎপুত্র ভদ্র তৎপুত্র ভদ্রসেন তৎপুত্র ভদ্রবাহু তৎপুত্র অতিবাহু তৎপুত্র বীরবাহু তৎপুত্র হরিবাহু তৎপুত্র হরিশ তৎপুত্র সত্য তৎপুত্র সিন্ধু তৎপুত্র বৃন্দ তৎপুত্র নিত্য তৎপুত্র ইন্দু তৎপুত্র অগস্ত্য ধন তৎপুত্র অগ্নি তৎপুত্র ব্রহ্মহৃদয় তৎপুত্র আপশ তৎপুত্র ক্রতু তৎপুত্র হবিভুর্জ তৎপুত্র দেব তৎপুত্র সোমদেব যিনি বহু পুত্র জনক প্রযুক্ত প্রজাপতি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ঐ সোমদেবের সন্তান ঘোষ বসু মিত্র দত্ত দেব কর পালিত সেন সিংহ দাস গুহ প্রভৃতি ত্র্যশীতি পুত্রের আখ্যা হইল যখন ঐ ত্র্যশীতি পুত্র সকলে বংশ বিস্তার হইতে লাগিল তখন কাহার সন্তান কোন্ ব্যক্তি হইলেন তন্নির্ধারণার্থে স্বীয় স্বীয় পিতৃ নামে উপাধি অর্থাৎ পদবী ধারণ করণ পূর্ব্বক এত দ্দেশ বিখ্যাত আছেন যথা মঞ্জু ঘোষ ও হরি দত্ত ইত্যাদি উপাধি অর্থাৎ ঐ কায়স্থ মহাশয়গণ এবম্প্রকারে পদবী ইত্যাদি প্রাপ্ত হন ইহাতে স্মার্ত্তের ব্যবস্থা বা প্রণালীর প্রয়োজনাভাব।

প্রশ্ন। বৈশ্যাদ্বৃষলকন্যায়াং করণ সম্ভূতঃ ও রভস কোষে শূদ্রা বিশোঃ সুতে করণ এবং অমরাভিধানে শূদ্রা বিশোস্তু করণ এই তিন স্থলে শূদ্রা গর্ভে বৈশ্যৌরসে করণ জাতি জাত হয় অতএব শূদ্র মাতৃজাতি হেতু এই বর্ণ সঙ্কর করণ

যে কায়স্থ শূদ্র মধ্যে কেন না নিবিষ্ট হইবে আর ঐ গ্রন্থ কর্ত্তারা কি মনু পাঠে নিপুণ ছিলেন না এবং তাঁহারা কি ঐ করণকে শূদ্র পরিকীর্ত্তন করেন না।

উত্তর। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকর্ত্তা মহাশয়েরা মন্বাদি সর্ব্ব শাস্ত্রবেত্তা ছিলেন বলিয়াই বৈশ্যাদ্বৃষলকন্যায়াং তথা শূদ্রা বিশোঃ সুতে এবং শূদ্রা বিশোস্তু এই তিন প্রকার করণ যে শূদ্র কায়স্থাখ্য তদ্ধর্ম্ম কর্ম্মাদি শূদ্রের ন্যায় স্বগোত্র বিবাহাদি তথা দ্বিজাতি ত্রিবর্ণের সেবা ধর্ম্ম যাহা শাস্ত্রে লিখিয়াছেন তাহা অবাধে দৃষ্ট হইতেছে। আর মনুক্ত করণ যে সংস্কার হীন ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তানগণের ধর্ম্ম কর্ম্ম আশ্রম ব্যবহার কুল্লূক ভট্টের ব্যাখ্যানুসারে তথা রভস কোষের লিখনাধীন পৃথক রূপে যখন দৃষ্ট হইতেছে তখন ঐ মহামহোপাধ্যায় ত্রিকালজ্ঞ মহাশয়গণের লিখন দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ বর্ণ সঙ্কর যে শূদ্র কায়স্থাখ্য পৃথক রূপেই তাহার পরিকীর্ত্তন করা হইয়াছে।

প্রশ্ন। এতদ্দেশীয় কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় বর্ণ এবং দেশান্তরীয় কায়স্থ শূদ্রবর্ণ অর্থাৎ এক কায়স্থ দ্বিবিধ জাতিতে নিবিষ্ট হওয়া যখন শাস্ত্রে বা যুক্তিতে পাওয়া যায় না তখন কি প্রকারে ইহা সম্ভব।

উত্তর। এতদ্রূপ এক বর্ণে দ্বিবিধ হওয়া শাস্ত্র সিদ্ধ ও যুক্তি সিদ্ধ বটে তাহা সর্ব্ব বর্ণে সর্ব্ব জাতিতেই পূর্ব্বাপর

প্রসিদ্ধ রূপে থাকা দৃষ্ট হইতেছে, যথা বিপ্রবর্ণ মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং বর্ণ ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য মধ্যে এক গুজরাট দেশ বাসি বৈশ্য দ্বিতীয় ঐ বৈশ্যাচার এতদ্দেশীয় বৈদ্য সন্তান মহাশয় গণ বিরাজ করিতেছেন অপর শূদ্রবর্ণেতেও এক গোপ জাতি মধ্যেই ত্রিবিধ বরং চতুর্ব্বিধ বলিলেও বলা যায়, যথা গোপ ১ সৎগোপ ২ আহিরগোপ ৩ কৃষক গোপ অর্থাৎ চাসা গোয়ালা, তদন্তর নাপিত মধ্যে নাপিত ও মধুনাপিত এবং অন্ত্যজ মধ্যে ধোপা ও চাসাধোপা ইত্যাদি সকল বর্ণে ও সকল জাতিতেই দ্বিবিধ তথা ত্রিবিধ চতুর্ব্বিধ শাস্ত্র সম্মত ও যুক্তিতেও দৃষ্ট হইতেছে, তদাহার ব্যবহার পৃথক পৃথক রূপে হইয়া থাকে অতএব কায়স্থ পক্ষেও তদ্বৎ যথা অমরোক্ত করণ শূদ্র কায়স্থ। অপর মনূক্ত করণ কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ ইতি।

প্রশ্ন। মহারাজ আদিসুর কর্তৃক কান্যকুব্জ দেশ হইতে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনীত হইয়াছিলেন তৎ শুশ্রূষার্থে তৎ সাহিত্যে পঞ্চ জন শূদ্র আগমন করেন কি না এবং কথিত ব্রাহ্মণদিগের গোত্রাতিদেশেতেই উক্ত শূদ্র সন্তানেরা ভরদ্বাজ কাশ্যপাদি গোত্রী হইয়াছেন বিশেষতঃ উক্ত শূদ্র মধ্যে যিনি দাসত্ব স্বীকার করেন নাই তিনি কৌলীন্য মর্য্যাদাও প্রাপ্ত হন নাই ইহা প্রকৃত কি না।

উত্তর। কান্যকুব্জ দেশ হইতে আদিত্য সুর যজ্ঞ সভায় যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আইসেন তৎসাহিত্যে শূদ্র কেহ আইসেন

নাই তবে কান্যকুব্জ দেশ হইতে উক্ত রাজসভায় যে পঞ্চ কায়স্থ আইসেন তৎ সাহিত্যে পঞ্চ জন কি শত শত শূদ্র ভৃত্য আসিয়াছিল বটে কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশয়গণ বেদ বিরুদ্ধে শূদ্র সহ কদাচই আগমন করেন নাই। কথিত ব্রাহ্মণদিগের গোত্রাতিদেশে উক্ত শূদ্রদিগের গোত্র হইয়াছে যে লেখেন ইহাও অতি অমূলক যে হেতুক এতৎ পূর্ব্বে অর্থাৎ সত্য কালাবধি কি ঐ শূদ্রগণের গোত্র ছিলনা পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধে বা বিবাহাদি বৈদিক কর্ম্ম কাণ্ডে কি গোত্রোল্লেখ হইত না আর গোত্র কি নূতন হইতে পারে, হা, কপাল, গোত্র যে অনাদি চিরকাল দ্বিজাতি ত্রিবর্ণেরি বৈদিক কর্ম্ম স্থলে মন্ত্র পাঠ করণ পূর্ব্বে গোত্রোল্লেখ বেদবৎ হইয়া আসিতেছে ইহাও কি জানেন না। তৃতীয় ঐ শূদ্র মধ্যে দাসত্ব অস্বীকার কারি ব্যক্তি কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন নাই যে লেখেন সে কেবল উন্মত্ত প্রলাপ মাত্র যে হেতুক শূদ্রে দাসত্ব বা দাসানু দাসত্ব স্বীকার করিলেও কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্তির যোগ্য পাত্র কখনও হইতে পারেন না তদ্যথা, আচারো বিনয়ো বিদ্যা ইত্যাদি নবগুণ বিশিষ্ট শূদ্রাতিরিক্ত ব্যক্তিই কৌলীন্য মর্য্যাদার যোগ্যপাত্র শাস্ত্রে লিখিয়াছেন অতএব ঐ নব গুণ মধ্যে এক গুণ তপস্যাও এক গুণ বিদ্যা যাহা করণে শূদ্র প্রতি নিষিদ্ধ যথা ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ বালকের অকাল মৃত্যু হইলে শ্রীরামচন্দ্র তৎকারণান্বেষণে শূদ্রের তপস্যা করণ

বিদিত হইবায় তৎ প্রাণদণ্ড করণ মাত্রে ঐ বালক জীবিত হয় এতদ্বিস্তার বাল্মীকি রামায়ণে সুপ্রকাশ ও বিদ্যা অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্র জ্ঞান যদ্দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপণ করা হয় এতদুভয় কর্ম্মই যখন শূদ্রের প্রতি নিষিদ্ধ তখন উক্ত দুই গুণ ভিন্ন নব গুণ হইতে পারে না তবে যখন শূদ্রের নব গুণ হইতে পারিল না তখন ঐ শূদ্রের কুলীন হওয়া কি প্রকারে সম্ভব হয় অর্থাৎ শূদ্র কদাচই কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইতে পারে না বরং শূদ্রের আচার বিশিষ্ট গুণ থাকিলে প্রামাণিকত্ব হইতে পারে, শাস্ত্র বা কুলধর্ম্মানুসারে শূদ্র কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইতে পারে না।

প্রশ্ন। মিশ্র গ্রন্থে বিস্তারিত আছে কান্যকুব্জ দেশ হইতে আদিসুর রাজ সভায় যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আগমন করেন তৎ সঙ্গে যে পঞ্চ কায়স্থ তল্পি বহন পূর্ব্বক আসিয়াছিলেন তন্নামাবলী শ্রীভট্টনারায়ণ সহ মকরন্দ ঘোষ, শ্রীহর্ষ সহ কালিদাস মিত্র ও বেদগর্ভ সহ দশরথ গুহ ও ছান্দড় সহ দাশরথি বসু এবং দক্ষ সহ পুরুষোত্তম দত্ত এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ শূদ্র আগমন করেন কি না।

উত্তর। আদৌ ধ্রুবানন্দ মিশ্র ব্রাহ্মণ ঠাকুর দিগের ঘটক ছিলেন তিনি কায়স্থ মহাশয়গণের পুরাবৃত্তে সম্যক্ অনভিজ্ঞ হেতু কায়স্থ শূদ্রাশূদ্র সুস্পষ্ট কিছুই লিখেন নাই ইহাতে

কায়স্থ বিষয়ে তৎশাসন প্রামাণ্য নহে কিন্তু ব্রাহ্মণের সেবক ঐ পঞ্চ জন কায়স্থ কি যাবৎ কায়স্থই সেবক বরং হিন্দু মাত্রই বটে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণে পিতা বা বয়ঃ জ্যেষ্ঠ সমীপে ব্রাহ্মণ সন্তান বা বয়ঃ কনিষ্ঠ সেবক যেস্থলে সে স্থলে অপর জাতি সেবক বা ভৃত্য বলার সন্দেহ কি কিন্তু ব্রাহ্মণ ঠাকুরদিগের সহিত ভৃত্যত্ব অর্থাৎ এতাদৃশ অশুভ নীচ কর্ত্তব্য কর্ম্মকারিত্ব রূপে ঐ কায়স্থ মহাশয়গণ কোনো যুগে কাহার সঙ্গে আই সেন নাই অপরঞ্চ কথিত কায়স্থ মহাশয়গণ ভিন্ন তল্পি বহনোপযুক্ত অনেক জাতি তথায় ছিল তথাচ যে ঐ কায়স্থে রাই এতদ্ঘৃণিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ইহার বীজ কি, যদি বল অসঙ্গতি প্রযুক্ত। ভাল তবে এক্ষণেওতো অনেক দীন কায়স্থ আছেন তাঁহারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সহ নিমন্ত্রণে তলপি বহন পূর্ব্বক কেন গমন করেন না, যদি বলেন যে ধর্ম্ম, হাঁ, শূদ্র ধর্ম্ম বটে কিন্তু আদৌ কায়স্থ শূদ্রবর্ণ নহেন বিশেষতঃ যদি কায়স্থগণের ধর্ম্ম হইত তবে আদি কালাবধি এ পর্য্যন্ত ঐ তলপি বহন ধর্ম্ম সাধন উক্ত পঞ্চ জন কায়স্থ ভিন্ন কি অন্য আর কেহই করিতেন না, দেখ, ঐ কায়স্থ বংশ মধ্যে অদ্যাপিও অনেকে গো গ্রাসে ভোজন ও উদয়াস্ত তথা অস্তোদয় এবং নব রাত্র্যাদি মহা ক্লেশ সাধ্য নানা ধর্ম্ম ও ভক্তি পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ পদরেণু সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত ও ব্রাহ্মণ পাদোদক সেবন করত নানা উপবাস সাধ্য নানা ব্রতাদি করণ

পূর্ব্বক যখন ব্রাহ্মণ পরিতোষার্থে লক্ষ লক্ষ মুদ্রার অধিক দানাদিও করিতেছেন তখন ঐ সামান্য পরিশ্রম তলপি বহন রীতি থাকিলে কি ধার্ম্মিক চূড়ামণি কায়স্থ মহাশয়গণ স্বধর্ম্ম রক্ষণে কেহ যত্নবান হইতেন না অর্থাৎ ঐ মহদ্ধর্ম্ম করিতে তদ্বংশ্য কেহই হেলা বা অশ্রদ্ধা কদাচ করিতেন না, যদি বলেন প্রথা, না, তাহাও মান্য নহে যে হেতুক উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণের ও ঐ পঞ্চ কায়স্থের অর্থাৎ উভয় বংশাবলীইতো এতদ্দেশে বর্ত্তমান রূপে বিস্তার আছেন তন্মধ্যে কোন ব্রাহ্মণের তলপি বহন পূর্ব্বক কোন কায়স্থ কোন স্থানে কাহার বাটীতে পূর্ব্বে বা বর্ত্তমানে গমন করিয়াছেন বা করিতেছেন তন্নির্দ্দিষ্ট স্থান বা ব্যক্তি দর্শাইতে পারিলেও ঐ প্রথা মান্য হইত অপিচ বিশেষ বিবেচনা করুন কথিত প্রকার ঘৃণিত নীচ কর্ত্তব্য ভৃত্যত্ব স্বীকারে তলপি বহন পূর্ব্বক ঐ কায়স্থগণ যদি আদিসুর রাজসভায় আসিতেন তবে কি কায়স্থ মহাশয়গণ ঐ রাজসভায় প্রবেশ করিতে সক্ষম হইতেন এবং ঐ রাজা কি স্বয়ং কায়স্থ মহাশয়গণের পরিচয় গ্রহণ করিতেন, কদাচই নহে বিশেষতঃ যখন ঐ কায়স্থগণ যান বাহনাদিতে আগমন করিয়াছেন প্রতিপন্ন হইতেছে তখন অমূলক তলপি বহন বলা কোন ক্রমেই সত্য নহে । যথা ।

গো যানাদাগতা বিপ্রাঃ অশ্বে ঘোষাদিক ত্রয়াঃ । গজে দত্ত কুল শ্রেষ্ঠো নর যানে গুহঃ সুধীঃ । ইতি দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটক কারি

কায়াং। ইত্যাদি প্রকরণে ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও ঐ পঞ্চ কায়স্থ আহ্বানিত হইয়া একত্র মহারাজ আদিসুর যজ্ঞ সভায় আগমন করণানন্তর শুষ্ক মল্ল কাষ্ঠাদি উক্ত ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক জীবিত হওয়া ইত্যাদি বহু কার্য্য ভবনানন্তর ঐ কায়স্থদিগের পরিচয় যথা। অহঞ্চ পুরুষোত্তমঃ কুলভূদগ্রগণ্যঃ সুধীঃ সুদত্ত কুল সম্ভবো নিখিল শাস্ত্র বিদ্যোত্তম ইত্যাদি পরিচয়ান্তে ঘোষ বসু মিত্র স্বদেশে ও গুহ দেশান্তরে কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হওয়া পূর্ব্বতন পুস্তকাদির প্রণালী দৃষ্টে বিলক্ষণ বিদিত হইতেছে যে উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ এই দশ মহাশয় আহ্বানিত হইয়া একত্র রাজসভায় আগমন পূর্ব্বক কৌলীন্য মর্য্যাদাদি তথা ব্রাহ্মণগণ বহু ধন গ্রামাদি প্রাপ্ত হইয়া এতদুভয় বংশই চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় বিরাজিত আছেন তবে কায়স্থ মহাশয়গণকে তলপি বাহক ও শূদ্র বলিয়া গালি দেওয়া কেবল সমাজ মধ্যে আপন মুখে কালী দেওয়া মাত্র।

প্রশ্ন। ঝল্লো মল্লশ্চেতি মনু বচনোক্ত করণকে কায়স্থ বলিতেছ এবং ক্ষত্রিয় মানিতেছ, ভাল জিজ্ঞাসা করি উক্ত মনু বচনাধীন করণ যেমন ক্ষত্রিয় সুত তেমনি ঝল্ল মল্ল খশাদিও বাহুজাত্মজ বটে অতএব করণকে যদি ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা উদ্ধার করিলে তবে তাবৎ সোদর ঝল্ল মল্ল খশ প্রভৃতির সন্তান করণ তুল্য প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহাদের সহিত আহার ব্যবহারের প্রবৃত্তি জন্মে কি না।

উত্তর। হা, বিধাতঃ, তুমি যাহাকে যত শ্রেষ্ঠ কর সে কি ততই শ্রেষ্ঠ হয় যেহেতুক প্রশ্নকারিকে অতি স্থূল বুদ্ধি দিয়াছ বলিয়াই কি সেই স্থূলের উপর এতাদৃশ কাঠিন্য করিয়াছ যে তাহা প্রস্তরাধিক, সুরাচার্য্য তুল্য শত শত সুপণ্ডিত গণের ক্ষুরধারের ন্যায় শাণিত সূক্ষ্ম বুদ্ধি যদ্দ্বারা অতি সূক্ষ্ম অথচ সুকোমল বস্তু ভেদনে ছেদনে সক্ষম হন ঐ সকল সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও প্রশ্নকারির প্রস্তরীকৃত বুদ্ধির নিকট অক্ষম, অর্থাৎ ভোঁতা হইল তদ্যথা, প্রশ্নকারী কহেন মনূক্ত করণ যদি ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তান তবে ঝল্ল মল্ল খশাদির সহিত আহার ব্যব হারের ব্যবস্থার প্রবৃত্তি জন্মে কি না, উত্তর বিপ্র সঙ্গে যাদৃশ ব্রাহ্মণের আহার ব্যবহার করণে হানি নাই তাদৃশ স্বধর্ম্মা শ্রিত ঝল্ল মল্ল খশাদির সহিত করণের আহার ব্যবহার করণে হানি বিরহ, তদ্যথা, ব্রাহ্মণও যে বর্ণ বিপ্র সেই বর্ণ তেমনি করণ যে বর্ণ ঝল্ল মল্ল খশাদিও সেই বর্ণ তবে ব্যবহারের প্রবৃত্তি হওয়া না হওয়া প্রশ্নের ফল কি, যথা, ঝল্লোমল্লশ্চ রাজ ন্যাদ্ব্রাত্যা ন্নিচ্ছিবি রেবচ। নটশ্চ করণশ্চৈব খশো দ্রবিড় এবচেতি মনু অর্থাৎ ঝল্ল মল্ল নিচ্ছিবি নট করণ খশ দ্রবিড় এই সপ্তধা ব্যক্তিই ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তানেতি মনু মহাশয় কহিয়াছেন এবঞ্চ স্ববর্ণাদ্বিত্যনুবৃত্ত্যা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়াৎ সব র্ণায়াং ব্রাত্যাৎ ঝল্ল মল্ল নিচ্ছিবি নট করণ খশ দ্রবিড়াখ্যা জায়ন্তে এতান্যপ্যেকৃস্যৈব দেশ ভেদে প্রসিদ্ধানি নাম্না নীতি

কুলুক ভট্ট ব্যাখ্যা অর্থাৎ উক্ত সপ্তধা ব্যক্তি একের সন্তান দেশ ভেদে ঋজ মল্লাদি নাম ভেদে প্রসিদ্ধ হইয়াছে ও ঐ বচন তথা ব্যাখ্যানুসারে তথা বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত সূত্র ও শ্রুতি স্মৃতি সংহিতা তথা পুরাণাদি নানা শাস্ত্রের বচন প্রমাণ কাশী তথা মিথিলা ও মহারাষ্ট্র ও ত্রৈলঙ্গ, ত্রিহুত ও পুরুষোত্তম ,সিংহলদ্বীপ, নবদ্বীপ, চন্দ্রদ্বীপ, কুমারহট্ট, বংশ বাটী, ভট্টপল্লী, তমোলুক, মহিষাদল, বালী, শিবপুর, বরি ঝাটী, জনাই, জয়নগর, কোণনগর, কলিকাতা আন্দুল প্রভৃতি নানা সমাজস্থ এবঞ্চ নানা দিক্ দেশীয় মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত মণ্ডলী কর্তৃক ব্যবস্থায় মনুক্ত করণ যে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তান যাহারা প্রায়শ্চিত্ত করণ মাত্রই নির্ম্মল দ্বিতীয় বর্ণ হইতে পারেন যখন লিখিত আছে তখন কেবল অগ্নিপুরাণে মুখাদ্বিপ্রাঃ সদারকা ইতি অমূলক বচন দ্বারা চিত্রগুপ্তকে শূদ্র বলিয়া সকল কায়স্থই শূদ্র ও ভক্তিরসামৃত পুথীর লিখনানু সারে করণকে অন্ত্যজ বলিয়া মনাদি গ্রন্থের বচন হেয় জ্ঞান করত অমরোক্ত শূদ্রা গর্ভে বৈশ্যৌরসে করণ কায়স্থাখ্য বেশ্যাপুত্রগণকে সৎশূদ্র বলিয়া মান্য করা হইয়াছে, ভাল তবে কায়স্থ শূদ্রাশূদ্র বিবেচনা স্থলে নব বাবু বিলাসের শাসন কেন দেন নাই, সে যাহা হউক, তোমাকে শত শত বার বলি লেও তোমার স্থূল বুদ্ধির প্রভাবে কখনই বুঝিতে পারিবে না তথাচ আর একবার বলি দেখ যে সকল হিন্দুশাস্ত্রের অনুশা

সনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কর্তৃক ব্যবস্থায় পৃথিবীস্থ যাবৎ হিন্দুর ধর্ম্ম কর্ম্মাদি প্রচলিত হইতেছে তাহা অমান্য করিলে অব শ্যই হাস্যাস্পদের ভাজন হইবা ইতি।

প্রশ্ন। এতদ্দেশীয় সমস্ত প্রধান ধনবন্ত কায়স্থদিগকে মনূক্ত করণ কল্পনা করিয়া ভিন্ন দেশীয় অপ্রধান ধনহীন কায়স্থ গণকে অমরোক্ত সঙ্কর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছ ইহার বীজ কি।

উত্তর। এতদ্দেশীয় কায়স্থ মনূক্ত করণ ব্রাত্য সন্তান ক্ষত্রিয়বর্ণ ও দেশান্তরে অমরোক্ত করণ কায়স্থাখ্য শূদ্রবর্ণ এতদ্বীজ শাস্ত্র যদ্দ্বারা চতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্ম কর্ম্মের প্রণালী প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা শূদ্রের সগোত্র বিবাহ করণ বিধি ও সংস্কার বিবাহ মাত্র এক আশ্রম গার্হস্থ্য ও ধর্ম্ম ত্রিবর্ণ সেবা ও কর্ম্ম অশুভ নীচ কর্ত্তব্য এবং বাস দেশান্তরে আর মনূক্ত করণ যে ক্ষত্রিয়বর্ণ এতদ্দেশীয় কায়স্থদিগের সগোত্র বিবাহ করণ তদাচার কদাচার জ্ঞানে যখন শাস্ত্র সম্মত চির অকরণ দৃষ্ট হইতেছে তখন বিবেচনা করুন যে মনূক্ত করণ সঙ্গে অমরোক্ত করণের ভেদ পড়িয়াছে কি না। ১।

বিশেষতঃ ব্রহ্মচর্য্য করণ শূদ্রে বিধি নাই শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে কিন্তু এতদ্দেশীয় কায়স্থ পক্ষে তদ্বিধি অতি কর্ত্তব্য কর্ম্মের ন্যায় করণ দৃষ্ট হইতেছে যথা, কায়স্থ কন্যাগণ স্বামি মরণোত্তর ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ হবিষ্যাশন তথা একাদশী ব্রতাদি শাস্ত্র সম্মত নিয়মিত যাবৎ কর্ম্ম করিয়া কাল যাপন

করিতেছেন তাহা অদ্যাপিও সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সামান্যাকারে দৃষ্ট হইতেছে ইহাতেই বিবেচনা করুন যে মনূক্ত করণ ক্ষত্রিয় বর্ণ কায়স্থ পক্ষে শূদ্র শঙ্কা বিরহ অপরামরোক্ত করণ কায়স্থাখ্য শূদ্রবর্ণ বিলক্ষণ প্রমেয় হইতেছে। ২।

অপিচ শূদ্রের বিবাহ মাত্র এক সংস্কার শাস্ত্রে লিখিয়াছেন কিন্তু মনূক্ত করণ ক্ষত্রিয়বর্ণ এতদ্দেশীয় কায়স্থ মহাশয়গণের গর্ভাধানাদি বিবাহ পর্য্যন্ত অষ্ট সংস্কার করণ শূদ্রাতিরিক্ত বর্ণের ন্যায় যখন আদি কালাবধি প্রচলিত রূপে করণ দৃষ্ট হইতেছে তখন মনূক্ত করণ ক্ষত্রিয়বর্ণ কায়স্থদিগের শূদ্রাপবাদ দেওয়া সে কেবল রাগ মাত্র বা দ্বেষ বশতঃ ভিন্ন আর কি বলা যায়। ৩।

প্রশ্ন। মনু বচনে যদি করণকে ক্ষত্রিয়বর্ণ কায়স্থ বলিয়া তৎসঙ্গে ব্যবহার করা হয় তবে ঐ মনু বচনে লিখিত ঝল্ল মল্ল খশাদি সপ্ত ভ্রাতা ব্যবস্থা দায়ক রাজসভা পণ্ডিতগণের ব্যবহরণীয় না হয় কেন।

উত্তর। মনূক্ত করণ যাদৃশ ব্যবহরণীয় ঝল্ল মল্ল খশাদি সপ্ত তাদৃশ ব্যবহরণীয় ইহার সন্দেহ কি, যথা মনু ঝল্লো মল্লশ্চেতি বচনানুসারে তথা কুল্লূক ভট্টের ব্যাখ্যানুক্রমে যেমন করণ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তান তেমনি ঐ বচনের প্রথম ভাগে ঝল্ল মল্ল খশাদি ও ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সুত কেবল দেশ ভেদে শ্রেণীর নাম ভেদ মাত্র, যথা করণ নামা কায়স্থ সকল এতদ্দেশে

বিরাজিত ও দ্রাবিড় দেশীয় বাবুয়া ও লালা নামা ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তান যাঁহারা ব্রাহ্মণ সদৃশ বেদ পুরাণাদি পাঠে নিপুণ তন্মধ্যে শত শত মহাশয় মহানগর কলিকাতা মধ্যে অবস্থান করিতেছেন ইতি মধ্যে দুই মহাশয় জয়পুর ও যোধ পুরের রাজার প্রধান কার্য্যকারক বিশেষতঃ মল্ল নামা ঐ ক্ষত্রিয় সন্তান বিষ্ণুপুর পরগণার রাজা ঐ মল্ল উপাধি জন্য ঐ রাজ্যের নাম মল্ল ভূমি প্রকাশ কিন্তু উক্ত সপ্তধা ব্রাত্য মধ্যে কেহ কেহ ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করত ঐ ব্রাত্যত্ব দূরী করণ পূর্ব্বক নির্ম্মল বর্ণ হইয়া যখন অশৌচ সঙ্কোচ ও বেদ বিহিত ধর্ম্ম কর্ম্মাদি করিতেছেন তখন ঐ সপ্তধা ব্যক্তিই পণ্ডিত সমাজে ব্যবহার্য্য।

প্রশ্ন। শূদ্রা গর্ভে বৈশ্যের ঔরসে করণ জাতি জাত হয় ঐ শূদ্রা জাতত্ব হেতু মাতৃবদ্বর্ণ সঙ্করাঃ এই শাস্ত্রমত নির্ম্মল জাতি যে কায়স্থ সচ্ছূদ্র তাঁহাকে গোতম বচন প্রমাণ সিদ্ধ অন্ত্যজ সাহচর্য্যাধীন অন্ত্যজ করণ তৎপ্রতিপাদ্য জাতি বল্লার হেতু কি।

উত্তর। ইহা প্রশ্নকারির দোষ নহে শুদ্ধ কলির প্রভাব মাত্র, যেহেতু মনূক্ত করণ ও ঝল্ল মল্ল খশাদি সকলে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তান তাহা কুল্লূক ভট্ট মহাশয়ের ব্যাখ্যানুসারে প্রায় পৃথিবীস্থ যাবতীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয় চয় ঐ করণাদি

সপ্ত ব্যক্তিকেই ক্ষত্রিয় বর্ণ সুস্থির করত স্ব স্ব মত প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু ঐ কলিবর প্রশ্নকারীর তাহা মনোরম্য না হইয়া মন্বাদি বহু শাস্ত্র সিদ্ধ তথা বৈশ্যাদ্বৃষল কন্যায়াং করণস্য চ সম্ভব ইত্যাদি জাতি মালাদির বচন প্রমাণে শূদ্রাগর্ভে বৈশ্যৌরসে অমরোক্ত করণ শূদ্র বর্ণ সঙ্কর জাতি অর্থাৎ মিশ্রিত বর্ণ জাত যে ঘৃণিত সন্তান সামান্য শূদ্রাপেক্ষাও ন্যূন কল্প হইতেছে ঐ সন্তানকে সৎ শূদ্র বলিয়া যে গুণ কীর্ত্তন করা হইয়াছে সে কেবল রাগান্ধতা মাত্র নচেৎ যদি ব্রাহ্মণাপেক্ষা আচার্য্য বা ভট্ট জাতি উৎকৃষ্ট হয় তবে মনূক্ত করণাপেক্ষা অমরোক্ত করণকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়।

প্রশ্ন। ব্যবস্থা দায়ক পণ্ডিতগণ কায়স্থ বর্ণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া উপবীত ধারণ ও বেদ পাঠ করণে ব্যবস্থা দিয়াছেন অতএব ঐ কায়স্থদিগের অন্ন আহারে তাঁহাদের ইচ্ছা হয় কি না।

উত্তর। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সকল বর্ণকেই ব্যবস্থা দিয়া থাকেন এই বলিয়া কি সকল জাতির অন্নাহার করিবেন যদি বল কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বর্ণ বলিয়াছেন এই দোষ, ভাল তবে যে সকল প্রকট ক্ষত্রিয় বর্ত্তমান আছেন তাঁহাদিগেরি অন্ন কি ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশয়গণ খাইয়া থাকেন ও পেটুক মহাশয় কারে কি বলেন তাহাও জানেন না।

প্রশ্ন। কায়স্থেরা পিতৃ মাতৃ মরণ জনিত দ্বাদশ দিন

অশৌচ ব্যবহার করিয়া ত্রয়োদশ বাসরে আদ্য শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিলে ঐ ব্যবস্থাপকেরা নিমন্ত্রণে যান কি না।

উত্তর। কায়স্থ মহাশয়গণ ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করত অশৌচ সঙ্কোচ করিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিলে তন্নিমন্ত্রণে উক্ত পণ্ডিতগণের গমনে কিছু মাত্র বাধা জন্মে না ইহা শাস্ত্র সিদ্ধ এবং যুক্তি সিদ্ধও বটে বিশেষতঃ বৈশ্যাচারি বৈদ্য মহাশয় গণ কেহ ত্রিংশদ্দিবস কেহ বা পঞ্চদশ দিবস অশৌচ গ্রহণ করণানন্তর অধ্যাপক নিমন্ত্রণ করিলে ঐ অধ্যাপক মহাশয়গণ উভয় স্থলেই গমন করিয়া থাকেন এতৎসাধারণ প্রত্যক্ষ সত্ত্বে জিজ্ঞাসার ফল কি, অপিচ অশৌচ দিন সঙ্কোচাসঙ্কোচে বর্ণের উৎকর্ষাপকর্ষতা হয় না যেহেতু শূদ্র মধ্যে অন্ত্যজ শূদ্র যে কিরাত অর্থাৎ কাওরা জাতি দ্বাদশ দিবস অশৌচ গ্রহণ করে এবং বেদাধিকারি যে বৈশ্যাচারি বৈদ্য জাতি কেহ ত্রিংশৎ কেহ পঞ্চ দশাহ অশৌচ গ্রহণ করেন বলিয়া কি কিরাতাপেক্ষা বৈদ্য জাতি অপকৃষ্ট হইবেন তাহা কদাচই হইতে পারেন না যদি বলেন শূদ্রের মাসাশৌচ বিধি, হাঁ, যদিও গ্রন্থকারেরা লিখিয়াছেন বটে তথাপি ব্যবহারোপি শাস্ত্র মতামান্য যথা বিবাহে স্ত্রী আচার ও অরন্ধন ইত্যাদি অশৌচ ব্যবহার তদ্বৎ অর্থাৎ যে কুলে যত দিন ব্যবহার আছে তাহাই বিধিবৎ। আর লিখিয়াছেন যদি বলেন কায়স্থেরা

দ্বাদশাহ অশৌচ গ্রহণ করেন তবে ব্রাহ্মণেরা নিমন্ত্রণে যান কি না। যদির উত্তর আর কি বলিব তদুত্তর এই যে যদি না করেন।

প্রশ্ন। যদিও ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে লিখিত আছে বটে তদনুসারে ব্রাত্য স্বয়ং প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে পারেন কিন্তু ব্রাত্যের বংশাবলীর কি উপায় অর্থাৎ ঐ ব্রাত্যের পুরুষানুক্রমে সংস্কার হীন হইলে শূদ্র অবশ্য বলা যায়।

উত্তর। যদি ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত মানেন তবে মদন পারিজাত ও প্রায়শ্চিত্ত ময়ূখ ও মিতাক্ষরা প্রভৃতি নানা গ্রন্থে যখন বহু পুরুষীয় ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন তখন অবশ্যই ঐ বিধানানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিলে নির্ম্মল বর্ণ হইতে পারেন শূদ্র কদাচই হইতে পারেন না।

প্রশ্ন। কায়স্থদিগের নামান্তে দাস কথন জন্য শূদ্র বলি।

উত্তর। না, তাহাও বলিতে পার না যেহেতুক কায়স্থগণ বর্ণ গত দাস নহেন তদ্ধেতু এই যে দক্ষিণ রাঢ়ীয় তথা উত্তর রাঢ়ীয় এবঞ্চ বঙ্গজ কায়স্থ সকল এক পিতৃ জাত, তন্মধ্যে উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রেণী কখনই দাসোল্লেখ করেন না পরিচয়ে বা বৈধ কর্ম্মে ঠাকুর কহিয়া থাকেন অপিচ দক্ষিণ রাঢ়ীয় শ্রেণী মধ্যে শ্রীপুরুষোত্তম দত্তবংশজ মহাশয়গণও দাস কহেন না তদ্যথা আদিসুর রাজসভায় পুরুষোত্তম দত্ত মহাশয় পরিচয় চ্ছলেও দাস কহিতে পারেন নাই বরং স্বয়ং শতং দাস কর্ত্তৃক সেবিত কহিয়াছিলেন তৎকালে উক্ত রাজসভায়

শতং মহা মহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ উপস্থিত সত্বেও কেহ শাস্ত্র সম্মত দোষারোপ করিতে না পারিয়া যখন কেবল বিনয় হীন নিষ্কুল ইতি মাত্র কথিত হইয়াছিল তখন এ উত্তরে রাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রেণীদিগের ও ঐ পুরুষোত্তম দত্ত মহাশয়ের অধস্তন পুরুষদিগের শূদ্রাতিরিক্ত বর্ণ বলুন তবে যেস্থলে দাস অকথন জন্য ইহাঁদের শূদ্রাতিরিক্ত বর্ণ বলিতে হইল তখন তদ্ভ্রাতা ঘোষ, বসু প্রভৃতি মহাশয়েরা বিনয় কথনে যদিও দাস বা ভৃত্য কহিয়া থাকেন তজ্জন্যই যে শূদ্র হইলেন এমত নহে যেহেতুক এক পিতৃজাত সন্তান দ্বয় মধ্যে এক ভ্রাতা দাস কথন জন্য শূদ্র অপর ভ্রাতা দাস অকথন হেতু শূদ্রাতিরিক্ত বর্ণ এ কদাচই সম্ভবে না কেমনা দাস কথন নিমিত্ত শূদ্র হয় না তদ্ধেতু এই যে ৬ ভগবতীর স্তব পাঠকালে ব্রাহ্মণে দাসোহং শরণাগত ইত্যাদি কহিয়া থাকেন বলিয়াই কি ব্রাহ্মণেরা শূদ্র হইবেন এমত নহে।

বিশেষতঃ শূদ্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও কায়স্থ মহাশয়গণের ব্যবহার করণ আদিকালাবধি এপর্য্যন্ত যথা শাস্ত্র দৃষ্ট হইতেছে তদ্‌যথা দাসঃ শূদ্রস্য কারয়েদিতি এতন্মনুবচনানুসারে শূদ্র জাতি যে গোপ নাপিত প্রভৃতি নবশাখাগণ স্বীয় স্বীয় পরিজন প্রতিপালনাতিরিক্ত ধন সঙ্গতি সত্বেও স্বধর্ম্ম রক্ষণ যে ত্রিবর্ণের সেবা ধর্ম্ম যে দাসত্ব অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট পাত্রাদি মার্জ্জন ও ত্যাগ বস্ত্রাদি ক্ষালন এবং প্রভুর পাদ প্রক্ষালনাদি

অশুভ নীচ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল অতি শ্লাঘা পুরঃসর অদ্যাপিও করিতেছে তদ্ধেতু উক্ত জাতিদিগের এতদ্ধর্ম্ম, আর কায়স্থ পক্ষে দেখুন আদিসুর রাজসভায় শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত মহাশয় পরিচয় স্থলেও দাসোল্লেখ করিতে পারেন নাই বিশেষতঃ অতি দীন যে কায়স্থ তিনিও সামান্য ক্রয় বিক্রয়কারীর দোকানে অত্যল্প বেতনে লিখন পঠন করণ পূর্ব্বক দীনাব স্থায় দিনপাত করেন তথাচ ধনী অথচ শ্রেষ্ঠ বা স্বজাতীয় সমীপে অধিক বেতন প্রাপ্ত হইলেও কথিত শূদ্রাচার কদা চার স্থানে কস্মিনকালে কোন ব্যক্তি কুত্রাপি করেন নাই ইহা তেই ধর্ম্ম যাথার্থ্য প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে যদিচ এই ঘৃণিতো পাধি কায়স্থ কুলে অতি গ্লানিকর হয় তদপি শূদ্রাপবাদ ভয়ে ভীত হইয়া তাহাও দিতে হইল ইহাতে কায়স্থ মহা শয় কেহ ক্ষোভিত হইবেন না যেহেতুক কায়স্থ কুলে শূদ্রাপ বাদাপেক্ষা খ্রীষ্টান অতি ভদ্র।

প্রশ্ন। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে কায়স্থেরা বর্ণগত দাস নহে তবে ইতি পূর্ব্বে শ্রাদ্ধাদি যে সকল কর্ম্মে দাসোল্লেখ করা হইয়াছে তৎসমুদায় কর্ম্মই অসিদ্ধ বলি।

উত্তর। না তাহা কদাচই বক্তব্য নহে যেহেতুক স্যমন্তকোপাখ্যানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদুবালকগণ সমীপে ত্রয়োদশ দিবসাভ্যন্তরে যদি মৎপ্রত্যাগমন না হয় তবে তোমরা বিধি পূর্ব্বক কর্ত্তব্য কর্ম্মাদি করিবে ইত্যাদি কথনান

ন্তুর মণি অন্বেষণে পাতাল ভবনে জাম্বুবৎপুরে প্রবেশ করিলে তথায় যুদ্ধ জয় পরাজয় বিনির্মুখে ত্রয়োদশ দিবসাধিক হইল এ স্থলে যদুবালকগণ যদুপতির অনাগমনে প্রেত শ্রাদ্ধ করিলে তজ্জলপিণ্ড প্রাপ্তে শ্রীকৃষ্ণ বলপুষ্ট হইয়া জাম্বুবানকে পরাভূত করিয়া তৎকন্যা বিবাহ করণ পূর্ব্বক উক্ত মণি যৌতুক প্রাপ্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাগমন হয় অতএব যে স্থলে অমৃতকে মৃত তথা অপ্রেতকে প্রেত উল্লেখ করাতেও ঐ শ্রাদ্ধ করণ সিদ্ধ হইল সে স্থলে কায়স্থ মহাশয়গণ যদিও অদাসকে দাস উল্লেখ করণ পূর্ব্বক শ্রাদ্ধাদি করিয়াও থাকেন তাহা কি কারণ অসিদ্ধ হইবে অর্থাৎ পূর্ব্বাপর যাবৎ কর্ম্ম সিদ্ধ হইবে তাহাতে সন্দেহাভাব। শ্রীমদ্ভাগবতং। বদি.বল শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাপ্তেশ্বর, তৎপ্রতিই এতদ্রূপ অর্হে অন্য প্রতি সম্ভবনীয় নহে, না, তাহাও অবক্তব্য যে হেতুক শ্রাদ্ধতত্ত্বে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য সপিণ্ডীকরণ স্থলে সর্ব্ব পক্ষেই এতদুদাহরণ দিয়াছেন যে অঙ্গ কর্ম্মের হানি হইলেও প্রধান কর্ম্মের হানি হয় না, যথা প্রধানস্যাক্রিয়া যত্র সাঙ্গং তৎ ক্রিয়তে পুনঃ। তদঙ্গস্যাক্রিয়ায়াস্তু নাবৃত্তির্নচ তৎক্রিয়েতি. ছন্দোগপরিশিষ্টং।

প্রশ্ন। কায়স্থগণ শূদ্রবৎ মাসাশৌচ গ্রহণ ও দাসোল্লেখে নানাবিধ বৈধ কর্ম্মাদি করণ পূর্ব্বক যখন বহু কালক্ষেপণ করিয়াছেন তখন কায়স্থদিগের অবশ্যই শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে।

উত্তর। না, তাহা কদাচ হয় নাই, যথা অনার্য্য মার্য্য

কর্ম্মাণ মার্য্যঞ্চানার্য্যকর্ম্মিণং। সম্প্রধার্য্যা ব্রবীদ্ধাতা ন সমৌ নাসমাবিতি মনু বচনানুসারে যেমন উচ্চ বর্ণ নীচ বর্ণাচার কর্ম্ম করণেতেও তথা নীচ বর্ণ উচ্চ বর্ণাচার করিলেও উচ্চ নীচ এবং নীচোচ্চ বর্ণ কদাচ হইতে পারে না তেমনি কায়স্থগণও শূদ্রাচার করিলে শূদ্র হইবেন না, তবে বিপরীতাচার করণেতে পাপ স্পর্শে মাত্র, তদনুবিধি কার্য্য করিলে অবশ্যই নির্ম্মল হইবেন শূদ্র হইবেন না ইতি মনু।

প্রশ্ন। আদিসুর রাজা যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন তৎসঙ্গে শুশ্রূষণার্থে যে পঞ্চ কায়স্থ আইসেন তাঁহারা সেই সেই ব্রাহ্মণের অতিদিষ্ট পুরোহিত গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহা প্রমাণও লৌকিক সিদ্ধ বটে কি না।

উত্তর। রাগে জ্ঞান হত ও হিংসায় বুদ্ধি ভ্রংশ হয় তাহা এই প্রশ্ন দ্বারা যথার্থ প্রত্যক্ষ হইতেছে তৎ কারণ এই যে শাণ্ডিল্য গোত্র ভট্ট নারায়ণ ও ভরদ্বাজ গোত্র শ্রীহর্ষ ও সাবর্ণ গোত্র বেদগর্ভ ও বাৎস্য গোত্র ছান্দড় ও কাশ্যপ গোত্র দক্ষ এই পঞ্চ মহাশয় ব্রাহ্মণ তথা সৌকালীন গোত্র মকরন্দ ঘোষ ও গোতম গোত্র দাশরথি বসু ও বিশ্বামিত্র গোত্র কালিদাস মিত্র ও ভরদ্বাজ গোত্র পুরুষোত্তম দত্ত ও দশরথ গুহ ইতি কায়স্থ পঞ্চ ইতোমধ্যে দেখুন ঐ উভয় গোত্রেই যখন প্রায় ঐক্য নাই তখন ঐ ব্রাহ্মণদিগের অতিদিষ্ট গোত্র কায়স্থদিগের কি প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া হইল ঐ ব্রাহ্মণদিগের যে গোত্র

আদৌ কায়স্থদিগের সে গোত্রই নহে তবে যখন ব্রাহ্মণ হইয়া ব্রাহ্মণের গোত্র ও কায়স্থ হইয়া কায়স্থের গোত্র জ্ঞাত নহেন তখন প্রশ্নকারিগণকে উক্ত উভয় জাতি ভিন্ন অতি সামান্য জাতি বলিয়াই মান্য করা যায়। অপিচ লেখেন ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণদিগের অতিদিষ্ট পুরোহিত গোত্র ঐ পঞ্চ কায়স্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন, দেখ, তোমারি লেখা মতে ঐ অমূলক কথা যুক্তি সিদ্ধ হইল না বরং কায়স্থ পক্ষে ইষ্ট সিদ্ধ হইতেছে, যে হেতুক ঐ ঋষিতুল্য জ্বলদগ্নিবৎ নির্লোভি অশূদ্রপ্রতিগ্রাহি ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশয়গণ যখন ঐ কায়স্থদিগের যাজ্যক্রিয়াদি করিতেন তখনি বিবেচনা করুন যে ঐ কায়স্থে শূদ্রত্বাভাব প্রতিপন্ন হইয়াছে ইতি।

প্রশ্ন। ইদানীন্তন কেহ কেহ কহিয়াছেন কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয়বর্ণ কিন্তু আমরা তাহা মানিনা বরং নির্ভয়ে বলি কায়স্থ শূদ্র হয় আমাদের প্রতি পক্ষ বিজ্ঞবরেরা আপনাদের অভিমত স্থাপনার্থে যাহা কহিয়াছেন তাহা খণ্ডন ও স্বমত স্থাপন করিব যে কায়স্থ শূদ্র ইতি।

উত্তর। কায়স্থকে ক্ষত্রিয়বর্ণ বলা প্রশ্নকারিগণ মানেননা যে লিখিয়াছেন তদুত্তরে তাঁহাদের ধন্য ধন্যই বলিতে হয় যেহেতুক মন্বাদি গ্রন্থেরও প্রাচীন ব্যাখ্যাকার কুল্লুকভট্ট প্রভৃতির লিখন না মানা এক বাহাদুরি বটে কেননা ঐ মনু গ্রন্থ ক একটা পুরাতন পুথির পাত বৈতো নহে, না মানিলেই বা হানি

কি তবে ব্রাহ্মণ হইয়া মনুগ্রন্থ না মানিলে জন্মের কি বলে, হিন্দু শাস্ত্র বিচারকালে মন্বাদিই অগ্রমান্য ইতি প্রসিদ্ধ, অতএব নির্ভয়ে বলি কায়স্থ শূদ্র যে লেখা হইয়াছে তদুত্তর এই যে কত দুষ্ট মতি ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে গোপ অর্থাৎ গোয়ালা বলিয়াছে তাহাতে কি তাহাদের জুজুর কি ভূতের ভয় হইয়াছিল, তবে কি না সল্লোকদিগের পরলোকের ভয় মাত্র ইতি, ভবষ্যতু, যদি কায়স্থগণকে শূদ্র বলেন তবে কোন্ শূদ্র মধ্যে নিবিষ্ট করিবেন যেহেতুক অভিধানাদির লিখন সচ্ছূদ্র গোপ নাপিত তৎপরে শূদ্র তেলি মালি প্রভৃতি নব শাখগণ ও অন্ত্যজ শূদ্র হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল ইত্যাদি যখন ইতি ত্রিবিধ প্রকার শূদ্র মধ্যে কায়স্থের নাম ধৃত হয় নাই তখন ঐ কায়স্থগণ শূদ্র মধ্যে পরিগণিত নহেন ইহা স্পষ্টাব গম হইতেছে যদি বল করণ লেখাতেই ঐ কায়স্থ লেখা হই য়াছে, ভাল তবে তোমরাইতো ভক্তিরস পুথির ও গোতম ধৃত বচনানুসারে ঐ করণকে অন্ত্যজ লিখিয়াছ তোমাদের কথানুসারেই ঐ করণ সকল অন্ত্যজ হইলেন তবে কি প্রায় সকল ব্রাহ্মণ ঠাকুরগণ অন্ত্যজ যাজি ঐ অন্ত্যজ পৌরহিত্য কর্ম্ম করেন কি অন্ত্যজ দানগ্রহণ কি অন্ত্যজ ভবনে ভোজন করিয়া থাকেন তাহা হইলে সর্প মারিতে দেবতা মারা যান অতএব বলি, ও জগন্নিন্দক, কায়স্থ মহাশয়গণ শূদ্র নন এবং করণ ও অন্ত্যজ নহেন ইতি।

প্রশ্ন। গাঙ্গং ন তোয়ং ইতি হারীত ধৃত বচনানুসারে কায়স্থবর্ণ অবশ্যই শূদ্র। অর্থাৎ সচ্ছূদ্র যেহেতুক জলমধ্যে যাদৃশ গঙ্গোদকের শ্রেষ্ঠত্ব দর্শন হইতেছে তাদৃশ শূদ্রমধ্যে কায়স্থের শ্রেষ্ঠত্ব অর্থাৎ সচ্ছূদ্রত্ব কথিত হইয়াছে ইতি।

উত্তর। ও চতুস্পাঠীযুক্ত মহাশয়, গাঙ্গং ন তোয়ং কনকং ন ধাতুস্তৃণং ন দর্ভঃ পশবো ন গাবঃ। প্রজাপতেঃ কায় সমুদ্ভবাচ্চ কায়স্থবর্ণা ন ভবন্তি শূদ্রাঃ। ইতি বচনমধ্যে কোন্ শব্দার্থে সৎ ঘটাইয়াছেন অর্থাৎ তাহা ঘটে নাই, যথা কায়স্থ বর্ণা ন ভবন্তি শূদ্রা অর্থাৎ কায়স্থ বর্ণ শূদ্র নহেন গ্রন্থকারের লিখন এই, তবে এতাদৃশ সহজার্থ সত্ত্বে নানা কষ্ট কল্পনা দ্বারা তোমরা যে লেখ কায়স্থবর্ণ সৎশূদ্র ইহা সৎ নহে বরং তদুত্তরে অসৎ বলি যেহেতুক ন ভবন্তি শূদ্রা এস্থলে কি ঐ নকারার্থ, সৎ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট এই ব্যাখ্যা হইয়াছে তাহা হয় নাই কারণ ঐ নকারার্থ যদি সৎ বা উৎকৃষ্ট হয় তবে গোর অর্থ পুষ্করিণী কেন না হয় অতএব গ্রন্থকার মহাশয় যখন ন ভবন্তি শূদ্রা লিখিয়াছেন তখন তদর্থই শূদ্র নহেন ইতি স্থিরীকৃত হইয়াছে বিশেষতঃ ব্যাকরণ টীকায় লিখিত আছে শঙ্খো ন পীতো ভবতি ইত্যর্থে কি শঙ্খ উৎকৃষ্ট পীতবর্ণ বুঝা ইবে, যেমন তাহা না বুঝাইয়া শঙ্খ শুক্লবর্ণই বুঝায় তেমনি ন ভবন্তি শূদ্রা ইত্যর্থে শূদ্র নহেন ইহা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে অপিচ অ, মা, ন, না, নিষেধ বাক্য, ব্যাকরণে লিখিত

আছে কিন্তু ঐ নয়ের অর্থ ছয় প্রকার, তন্মধ্যে শব্দান্তর সহ যোগ ভিন্ন যখন অন্যার্থ ঘটেনা তখন কেবল ন শব্দার্থে না ইহাই সম্ভব অর্থাৎ ন ভবন্তি শূদ্রা লিখন স্থলে শূদ্র নহেন ইহাই স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে তবে যে কষ্ট কল্পনা করা সে নষ্ট বুদ্ধিই বলিতে হয়। আর মনুষ্যকে প্রাকৃত মনুষ্য নহেন কথনে যেমন ঐ মনুষ্যকে উৎকৃষ্ট মনুষ্যই বুঝায় তেমনি ন ভবন্তি শূদ্রা বলাতে শূদ্র মধ্যে উৎকৃষ্টই বোধ হয় এই যে লিখিয়াছেন তদুত্তরে এই কহি ও বিটল মহাশয়, প্রাকৃত নহেন আর ন কি সমানার্থই বিবেচনা করিয়াছেন, আ, বুদ্ধি, ঐ প্রাকৃত সহযোগে ন শব্দ রহিয়াছে তদর্থে ঐ মনুষ্যকে উৎকৃষ্ট বুঝাইয়াছে সে কেবল প্রাকৃত শব্দের প্রভাব মাত্র আর শুদ্ধ ন লিখিত থাকিলে উক্ত রূপ সম্ভবেনা অর্থাৎ কায়স্থ বর্ণ ন ভবন্তি শূদ্রা হারীত স্মৃতির বচনানুসারে কায়স্থ মহাশয়গণ শূদ্র বা সৎশূদ্র ইহার কিছুই নহেন ইতি।

প্রশ্ন। বিদ্যাশূন্য পণ্ডিতগণের কথায় কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়াভিমানে কুলাচার শূদ্র ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নরকবাসী কেন হন, যথা, উৎসন্ন কুলধর্ম্মাণাং ইত্যাদি এবং পিতৃ পিতামহাদি যে পথে গমন করিয়াছেন সে পথ পরিত্যাগে কেন নিন্দনীয় হইতেছ। যথা, যেনাস্য পিত্রো যাতা ইত্যাদি ইতি।

উত্তর। উৎসন্ন কুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন। নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুমঃ ।১। যেনাস্য পিতরো

যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ। তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তত্র গচ্ছন্ন দূষ্যতি।২। ইতি বচন শাসনে কায়স্থগণে কুলধর্ম্ম যে ধর্ম্ম বৃহ্মোপাসনা ও কর্ম্ম লিপীও কলিতে নিষেধ সত্ত্বেও বৃহ্মচর্য্যও গার্হস্থ্য ইতি আশ্রম দ্বয়, আশ্রমও উপনয়নাদি সংস্কার দ্বয় না থাকাতেও গর্ভাধানাদি বিবাহ পর্য্যন্ত অষ্ট সংস্কার ও বেদ মন্ত্র স্বয়ং পাঠ করত তর্পণাদি করণ ও স্বগোত্র বিবাহ অকরণ ইত্যাদি শূদ্রাতিরিক্ত বর্ণের ন্যায় যাবৎ কুলাচার ধর্ম্ম এবং পৌরুষিক উক্ত প্রণালী সকল অনাদি কালাবধি ধারাবাহিক অবাধে প্রায় ভারতবর্ষীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মণ্ডলী কর্তৃক কায়স্থ মহাশয়গণের চিরকরণীয় যাহা তাহা প্রশ্নকারির নিনামা দুটি বটুর গুটিকত কটু কথায় একেবারে তত্তাবৎ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক দৌড়ে শূদ্র ধর্ম্ম যে ত্রিবর্ণ সেবা ধর্ম্ম ও কর্ম্ম অশুভ নীচ ও আশ্রম গার্হস্থ্যও সংস্কার বিবাহ মাত্র এক ও স্বগোত্র বিবাহাদি শূদ্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম করত একেবারে কুলধর্ম্মাদি বিসর্জ্জন দিয়া কায়স্থগণ কি কুলসহ নরক পথে গমন তথা লোক নিন্দা আহরণ করিবেন।

কায়স্থ বিষয়ে এক আশ্চর্য্য উপাখ্যান অধুনা উপস্থিত হইয়াছে যথা, মন্বাদি স্মৃতি শ্রুতি পুরাণ প্রভৃতি লিখনান্যথায় ভাস্করাদি কতকগুলিন প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনামা দুর্জ্জন দমন মহানবমী সজ্জন ঘৃণিত আড়াই দিনে ছাপার কাগজের অনুলিপি ও ভক্তি রসামৃত ও বাঙ্গাল হিষ্টরি প্রভৃ

তির অনুশাসন ও অনুলিপী করত তথা ওগো হাঁ, গো ইত্যা
দি বহুবিধ বাসুদেবি কথা একত্রকরণ পূর্ব্বকএকখানী দীপিকা না
মক পুথী প্রকাশ করিয়াছেন তদ্যথা ঐ দীপিকা অন্যের দীপ্তি
কর হওয়া দূরে থাকুক উক্ত দীপিকা অন্বেষণে দীপান্তরের
প্রয়োজন হয় এতাদৃশ জ্যোতিহীন দীপিকা জ্যোতির্ম্ময় মনো
রত্নাদির দ্যুতি মলিন করণ বাসনায় কি হাস্যাস্পদের ভাজন
হইবেন না যেহেতুক উক্ত দীপিকা মধ্যে তৎসাহায্যকারি প
ণ্ডিতগণের বিদ্যা প্রকাশ, যথা, কাম্বোজ দেশ যে ম্লেচ্ছদেশ
তদুদাহরণে মনু বচন পৌণ্ড্রকাশ্চোড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যব
নাঃ শকাঃ। পারদা পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতাঃ দারবাঃ খশাঃ
ইতি মনু বচন মধ্যে যে কাম্বোজা যবনা শকা লিখিত আছে
তাহাতে ঐ কাম্বোজ দেশ ম্লেচ্ছদেশ ইহাই উপমা দেওয়া হই
য়াছে, ভাল, ভাল, ভাল বিদ্যা, কেন না দেশ বাচক শব্দের
উপমা দিতে ব্যক্তিবাচক মনু বচন উদাহরণ দিয়াছেন ঐ
সকল বাক্য বিন্যাসে দীপিকাও তাদৃশ দিপ্তীকরী হইয়াছে
অপিচ কোন মহাশয় লিখিয়াছেন কায়স্থ জাতি শূদ্রমধ্যে
নিবিষ্ট নহেন যথা, নাতি কল্যং নাতি সায়ং নাতি মধ্যং
দিনে তথা। না জ্ঞাতেন সমং গচ্ছেৎ নৈকোন বৃষলৈঃ সহ
ইতি বচনানুসারে কান্যকুব্জ দেশাগত শ্রীভট্টনারায়ণ প্রভৃতি
পঞ্চ ঠাকুর মহাশয় মকরন্দ ঘোষ প্রভৃতি পঞ্চ কায়স্থ সহ যখন
আদিসুর রাজসভায় আগমন্ন করিয়াছিলেন তখন বচনার্থে

শূদ্রসহ ব্রাহ্মণের গমনে নিষেধ লিখিত আছে কিন্তু ঐ ভট্ট নারায়ণ প্রভৃতি মহাশয়েরা ঐ মকরন্দ ঘোষ প্রভৃতি কায়স্থগণ সহ একত্রে আগমন করণেই কায়স্থ মহাশয়গণ শূদ্র নহেন তাহা সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে ইতি উত্তরে দীপিকাকার লেখেন নবিগহ্য কথাং কুর্য্যাৎ বহির্মাল্যং ন ধারয়েৎ। গবাঞ্চ যানং পৃষ্ঠেন সর্ব্বথৈব বিবর্জ্জয়েৎ॥ ইতি গোযানারোহণ নিষেধ বচন সত্ত্বে ঐ ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি পঞ্চ ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছ বেশ ধারণ করত ঐ ম্লেচ্ছাচারি ব্রাহ্মণগণ যখন গোযানে আগমন করিয়াছিলেন তখন ঐ মকরন্দ ঘোষ প্রভৃতি শূদ্র সঙ্গে আগমনের আশ্চর্য্য কি, ইত্যাদি বহুতর নিন্দা করিয়াছেন,তদুত্তর এই যে ক্ষিপ্তের কথার প্রত্যুত্তর দানে যদিও নিষেধ তথাচ কিঞ্চিল্লিখি, ন বিগহ্য ইত্যাদি বচনার্থ গোপৃষ্ঠারোহণ করণ নিষেধ বোধক বটে ইহাতে গোযানারোহণে বাধা কি, আর গোযানারোহণ তথা গোপৃষ্ঠারোহণ ইহাতে যে ব্যক্তির ভেদ জ্ঞান নাই সে ব্যক্তি যে কায়স্থগণকে অমূলক শূদ্র প্রতিপন্ন করণার্থে বেদ বেদান্ত বিশারদ জ্যোতির্ময় ব্রাহ্মণঠাকুর মহাশয়গণকে কুব্যবহারী বলিয়া নিন্দা করিবেন ইহার আশ্চর্য্য কি, তৎফল গুরু নিন্দা অধোগতিঃ, গবাঞ্চ যানং পৃষ্ঠেন ইহা দর্শনে গ্রন্থ শোধক পণ্ডিত মহাশয়দের মনে কিঞ্চিন্মাত্র বোধোদয় হয় নাই যে উক্ত বচনার্থে গোযানারোহণ নিষেধ লিখিয়াছেন তিনি এতদর্থ কোথায় প্রাপ্ত হইলেন

অন্যান্য মন্বাদি প্রাচীন স্মৃতি অবলোকন দূরে থাকুক ভবদেব ভট্টের সংস্কার পদ্ধতি ও কি দর্শন করেন নাই যদ্দর্শনে ব্রাহ্মণ গণের গর্ভাধানাদি বিবাহান্ত সংস্কার হইয়া থাকে তাহাতে সমাবর্ত্তন ও বিবাহকালে গোযুগ সহিত রথারোহণ বিধান আছে কি না যদি নাও দেখিয়া থাকেন তথাপি ঐ পণ্ডিত মহাশয় গণ উপনয়ন ও বিবাহকালে শ্রবণ করিয়া ও থাকিবেন তাহা কি ইহার মধ্যেই বিস্মরণ হইয়াছেন যে অনায়াসে পঞ্চ ব্রাহ্মণের গোযানারোহণ প্রমাণ দেখাইয়া ম্লেচ্ছাচারী লিখিয়া বসিয়াছেন যদি ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছাচারী রূপে পতিত হইয়া থাকেন তবে তৎসন্তানেরা অপতিত কি রূপে হইবেন কিন্তু ঐ পঞ্চ মহাশয়ের সন্তান যাবতীয় ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরাও বটেন বোধ করি ঐ দীপিকা শোধক পণ্ডিত গণ উক্ত পঞ্চ জন মধ্যে কাহারো সন্তান না হইবেন ও স্নিগ্ধ মূর্ত্তি দীপিকা কার ভ্রাতা কায়স্থ পীত বর্ণ রত্ন যিনি স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময় বিশেষতঃ মনোরত্নাদির জ্যোতিতে ভূষিত হইয়া চতুর্দ্দশ ভুবনে জ্যোৎস্নাময় রূপে বিরাজিত আছেন তন্নিকটে কি তোমার খদ্যোত পত্নী দীপিকা প্রভাবতী হইয়া উক্ত জ্যোতির্ম্ময় পীতবর্ণ কায়স্থ রত্নকে দ্যুতি হীন করণাশয়ে ঐ দীপিকা কর ভূষণ করিলে অবশ্যই দীপ করস্থ ব্যক্তির কূপাদি পতন সম্ভাবনা ইতি ।

সমাপ্তঃ ।